ত্য-সাধক-চরিতমালা—২

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা—২

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য
রামকমল ভট্টাচার্য্য

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ
২৪৩।১, আপার সারকুলার রোড
কলিকাতা

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

১৮৪০—১৯৩২

আচার্য্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম বাঙালীর নিকট সুপরিচিত। এই কৃতী পুরুষ ঊনবিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়া বিংশ শতাব্দীর চতুর্থ দশক পর্য্যন্ত দীর্ঘ ৯২ বৎসর বাঙালীর জাতীয় মনের বহু ঘাত-প্রতিঘাত ও তজ্জনিত পরিবর্ত্তন স্বয়ং লক্ষ্য করিয়াছেন এবং আমাদের নিতান্ত সৌভাগ্য যে, 'পুরাতন প্রসঙ্গ' নামক পুস্তকে গল্পচ্ছলে কথিত তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধও হইয়াছে। বিস্মৃত ও বর্ত্তমান যুগের মধ্যে যোগসূত্ররূপে তাঁহার এই কাহিনীগুলি অত্যন্ত মূল্যবান্। এগুলি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্যান্য উপকরণের সাহায্যে আচার্য্য কৃষ্ণকমলের এই সংক্ষিপ্ত জীবনী রচিত হইল।

ছাত্রজীবন

আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কালীপ্রসন্ন সিংহের সমবয়স্ক ছিলেন। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। রামজয় বারেন্দ্রশ্রেণী ব্রাহ্মণ, তিনি মালদহের অধিবাসী ছিলেন। ছাত্রজীবন সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> তখন আমাব বয়স আন্দাজ ৬।৭ বৎসর; বোধ হয় ইংরাজি ১৮৪৭ সাল হইবে। আমি আমার দাদার সঙ্গে সংস্কৃত কলেজে যাইতাম। তিনি আমাকে একটা বেঞ্চে বসাইয়া রাখিতেন। এই

রকম ২।৫ দিন যাইতে যাইতে একদিন বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাকে বলিলেন, 'আয় তোকে ইস্কুলে ভর্ত্তি করে দি।' তখন কোনও ছাত্রের বেতন দিবার পদ্ধতি ছিল না; কাযেই ইস্কুলে ভর্ত্তি হওয়ার প্রতিবন্ধক হইল না।...

ইস্কুলে ভর্ত্তি হইয়াই আমার 'মুগ্ধবোধ' পড়া আরম্ভ হইল। প্রথম দুই বৎসর ৺প্রাণকৃষ্ণ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের কাছে অধ্যয়ন করিলাম।...তৃতীয় বৎসব ৺গোবিন্দ শিরোমণি [রামগোবিন্দ গোস্বামী] মহাশয়ের ক্লাসে ও চতুর্থ বৎসর ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের কাছে 'মুগ্ধবোধ' অধ্যয়ন কবিলাম।...এই চারি বৎসরে 'মুগ্ধবোধ' পড়া শেষ হইল।...অঙ্কের অধ্যাপক...শ্রীনাথ দাস; ইংরাজির অধ্যাপক প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী। আমি তাঁহাদের উভয়ের কাছেই পড়িয়াছি।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৩৩-৩৬।

ছয় সাত বৎসর বয়সে নয়, কৃষ্ণকমল আট বৎসর বয়সে ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম ভাগে সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার্থী হিসাবে প্রবেশ করেন। সংস্কৃত কলেজের পুবাতন নথিপত্র হইতে এই সংবাদ পাওয়া যায়। সংস্কৃত কলেজের তৎকালীন সেক্রেটরী রসময় দত্ত ১৫ মে ১৮৪৮ তারিখে কাউন্সিল-অব-এডুকেশনের সেক্রেটরী এফ. জে. ময়েট (Mouat) সাহেবকে নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি লেখেন :—

I have the honor to report that since my letter No. 873 dated 25th January 1848 the undermentioned Students have been admitted in the Sanscrit College.

Names	Age in year	Class
*	* *	*
Krishnacomul	8	4th Grammar Class

কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজের এক জন কৃতী ছাত্র; তিনি ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষায় সংস্কৃত কলেজের

ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক আট টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি মোট ২০০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ১৭৬ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল এইরূপ :—

সাহিত্য ৪৮; অলঙ্কার ৪৮; অনুবাদ ৪০; সংস্কৃত রচনা ৪০। মোট ১৭৬।*

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ৪র্থ শ্রেণী হইতে পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজের অন্যান্য ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া কৃষ্ণকমল বারো টাকা সিনিয়র বৃত্তি ("Promoted to Senior Scholarship") লাভ করেন। তিনি মোট ২৫০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ২০১.৭৫ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল উদ্ধৃত করিতেছি :—

সংস্কৃত সাহিত্য ৪৫; দর্শন বা স্মৃতি ৩৭.৫; ইংরেজীর মৌখিক পরীক্ষা ৪৭; ইংরেজী হইতে বঙ্গানুবাদ ২৫; বাংলা রচনা ৩৭.২৫। মোট ২০১.৭৫।†

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি হেতু কৃষ্ণকমল এক বৎসরের জন্য ষোল টাকা সিনিয়র বৃত্তি পাইয়াছিলেন।‡

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এনট্রান্স পরীক্ষার প্রবর্ত্তন হয়। এই বৎসর এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে এনট্রান্স পরীক্ষা

* General Report on Public Instruction, in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, *From 30th Sept.* 1852, *to 27th Jan.* 1855. App. D, p. cccxxiv.

† General Report... ... *From 27th January to 30th April* 1855. Pp. 31, 34. App. XCV.

‡ Report of the Director of Public Instruction for the year 1856-57, App. C, p. 12.

দেন। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঐ বৎসর প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-বিভাগ হইতে এন্‌ট্রান্স পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহারা উভয়েই পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। কৃষ্ণকমল সংস্কৃত কলেজ হইতে যে প্রশংসাপত্র লাভ করিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার অনুলিপি দিতেছি :—

No. 161

GOVERNMENT SANSCRIT COLLEGE OF CALCUTTA.

We hereby certify that Krishna Kamal Bhattacharjee has attended at the Sanscrit College for eleven years [?] and studied the following branches of Sanscrit Literature Grammar, Belles-lettres, Rhetoric and Philosophy ; that he has attained considerable proficiency on the subject of these studies ; that he has made creditable progress in the English Language and Literature ; and that his conduct has been in every respect satisfactory. At the time of leaving the College he held a senior scholarship two years.

W. Gordon Young
Director of Public Instruction

Fort William
The 24th July 1857

Eshwar Chundra Sharma
Principal, Sanscrit College

পরীক্ষার পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দেই কৃষ্ণকমল ১৬৲ টাকা বৃত্তি লইয়া প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্ত্তি হন। তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে য়ুনিভার্সিটি স্থাপিত হইলে, ঐ বৎসরই এনট্রান্স পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজ ত্যাগ করিলাম।... আমি প্রেসিডেন্সি কলেজে এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া কয়েক মাস ডভ্‌টন্ কলেজে পড়িয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৩৭, ১১৯।

প্রেসিডেন্সী কলেজে প্রবেশ করিবার কয়েক মাস পরে—১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে কৃষ্ণকমল কিছু দিনের জন্য নিরুদ্দেশ হন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হইলাম।—এক বৎসর পরে কাহাকেও কিছু না বলিয়া পশ্চিমে যাইলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৪১।

কৃষ্ণকমলের নিরুদ্দেশের কথা সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশিত তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমলের একটি বিজ্ঞাপন হইতে জানিতে পারা যায়। বিজ্ঞাপনটি এইরূপ :—

বিজ্ঞাপন।—আমার ভ্রাতা শ্রীমান্ কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য গত ৫ বৈশাখ শনিবার দিবস নিরুদ্দেশ হইয়াছে। তাহার বয়স ১৬।১৭ বৎসর কিন্তু খর্ব্বাকৃতি জন্য অল্প বোধ হয়, গৌরাঙ্গ, কৃশ, সংস্কৃত কালেজ হইতে প্রেসিডেন্সি কালেজে অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিল যে কেহ তাহার অনুসন্ধান করত ধৃত করিতে পাবেন, প্রভাকব যন্ত্রালয় অথবা নরমেল স্কুলে আমার নিকট সংবাদ দিলে তাঁহাব নিকট যথোচিত বাধিত ও উপকৃত হইব। শ্রীরামকমল ভট্টাচার্য্য। নরমেল স্কুলেব প্রধান শিক্ষক।—'সংবাদ প্রভাকর', ২০ এপ্রিল ১৮৫৮। ৮ বৈশাখ ১২৬৫।

এই পলাতক-জীবনে তিনি বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন।

১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল বি-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। তিনি স্মৃতি-কথায় বলিয়াছেন :—

কলেজে অধ্যয়ন না করিয়া আমি এন্‌ট্রান্স পাসের দুই আড়াই বৎসরের মধ্যে ঘরে পড়িয়া বি, এ, পাস দিয়াছিলাম,…।—পৃ. ১০৩।

এই পরীক্ষার ফল ২১ জুন ১৮৬০ তারিখের 'ক্যালকাটা গেজেটে' বিজ্ঞাপিত হয়; তাহাতে প্রকাশ :—

2nd CLASS

4th—Kristocomul Bhuttacharyya. Ex-student Sanskrit College.

চাকুরী-জীবন

খানাকুল কৃষ্ণনগরে শিক্ষকতা

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে কৃষ্ণকমল খানাকুল কৃষ্ণনগরস্থ সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করেন। ২৬ মে ১৮৬০ তারিখে ঐ বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। এই উপলক্ষে প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী উক্ত বিদ্যালয়ের বার্ষিক বিবরণ পাঠ প্রসঙ্গে বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন ঃ—

> ···আমাদের এই বিদ্যালয়ে কেবল ইংরেজী ভাষার চর্চ্চা না হইয়া ইংরেজী সংস্কৃত ও বাঙ্গালা তিন ভাষারই শিক্ষা হইয়া থাকে।···দুই বৎসর হইল [বৈশাখ ১২৬৫] এই স্কুল সংস্থাপিত হইয়াছে।··· বিদ্যালয়টী সংস্থাপিত হইলেই গিরিশচন্দ্র গুপ্ত অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।···এখানে দেড় বৎসরকাল বাস করিয়া তিনি পরলোক গমন করেন।···গিরিশ বাবুর মৃত্যুর পর অবধি দুই জন শিক্ষকের আবশ্যক হয়। শিক্ষক মহাশয়দিগের কলিকাতা হইতে যতদিন না আসা হইয়াছিল কৃষ্ণনগর নিবাসী শ্রীযুত কাশীনাথ চৌধুরী বিনা বেতনে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহ করেন।···কাশীনাথ বাবু কিছুদিন কর্ম্ম করিলে পর শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি, এ, প্রধান শিক্ষকের পদ ও শ্রীযুক্ত উমেশচন্দ্র গুপ্ত দ্বিতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন।···কৃষ্ণকমল অল্প দিন হইল নিজের কোন বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন। কৃষ্ণকমল আর কিছুদিন আমাদের এখানে থাকিলে অত্যন্ত আহ্লাদের বিষয় হইত। তিনি যেরূপ বুদ্ধিমান্ অতি অল্পলোক সেরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে তিনি বিলক্ষণ অধিকারী হইয়াছেন। বালকদিগকে শিক্ষাদান বিষয়ে

তাঁহার সমধিক যত্ন ছিল।...কৃষ্ণকমলের পরিবর্ত্তে শ্রীযুক্ত রামাক্ষয় চট্টোপাধ্যায় আমাদের এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়াছেন।

* * *

এ বৎসরও ছাত্রেরা উত্তমরূপ পরীক্ষা প্রদান করিয়াছে। পরীক্ষা-কার্য্য কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষক পণ্ডিতবর শ্রীযুত রামকমল ভট্টাচার্য্য এবং এখানকার তৎকালীন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য ইহাঁরা দুই জনে সম্পাদন করেন।...

* * *

ইতিপূর্ব্বে তোমাদের যিনি প্রধান শিক্ষক ছিলেন সেই কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সংস্কৃত শাস্ত্রে সম্যক্ ব্যুৎপন্ন হইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ও সংস্কৃত প্রভৃতির পরীক্ষা দানান্তে বি এ উপাধি লাভ করিয়াছেন। —'সোমপ্রকাশ', ১৮ জুন ১৮৬০।

দেখা যাইতেছে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে স্কুলের পুরস্কার-বিতরণ অনুষ্ঠানের অল্প দিন পূর্ব্বেই কৃষ্ণকমল কর্ম্মত্যাগ করেন।

নর্ম্মাল স্কুলের অস্থায়ী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট

কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামকমল ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১১ জুলাই ১৮৬০ তারিখে তিনি হঠাৎ উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করেন। সম্ভবতঃ ভ্রাতার মৃত্যুর পর কৃষ্ণকমল নর্ম্মাল স্কুলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদে অস্থায়ী ভাবে কিছু দিন কাজ করিয়াছিলেন।

ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্

ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌স্ উড্‌রো সাহেব কৃষ্ণকমলকে বড় ভালবাসিতেন। তাঁহারই চেষ্টায় ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট (?) মাসে মাসিক ১০০৲ বেতনে

কৃষ্ণকমল কলিকাতার ডেপুটি ইন্‌স্পেক্টর-অব-স্কুল্‌সের পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার এই নিয়োগ সম্বন্ধে সমসাময়িক সংবাদপত্রে প্রকাশ :—

> এডুকেশন গেজেট হইতে গৃহীত। নিয়োগ।......কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের অফিসিএটিং সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কলিকাতার দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত ডেপুটি ইনস্পেক্টর হইবেন।—'সোমপ্রকাশ', ২৭ আগষ্ট ১৮৬০.।

১ জুন ১৮৬১ তারিখে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টরকে লিখিত স্কুল-ইন্‌স্পেক্টর উড্‌রো সাহেবের পত্রের সহিত কৃষ্ণকমলের একটি রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছিল। ঐ রিপোর্টের কয়েক পংক্তি উদ্ধৃত করিতেছি :—

> "......Whatever scheme of liberal education may be conceived for Bengal, it will be narrow and imperfect, unless it take in a thorough mastery over Bengali and Sanscrit, together with a critical, extensive, and profound acquaintance with English."—Extracts from the Report of Baboo Krishna Comul Bhuttacharjee B. A., late Deputy Inspector of Schools, for the Southern part of the 24-Pergunnahs (General Report on Public Instruction in the Lower Provinces of the Bengal Presidency, for 1860-61 App. A., pp. 58-60.)

শিক্ষা-বিভাগের বার্ষিক বিবরণ পাঠে জানা যায়, তিনি ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের মে-জুন মাসে হাবড়ার স্কুলগুলি পরিদর্শন করিয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে—১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি এই পদ ত্যাগ করেন।

খানাকুল কৃষ্ণনগরে পুনর্ব্বার শিক্ষকতা

কৃষ্ণকমল ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম চারি মাস পুনর্ব্বার খানাকুল কৃষ্ণ-নগরের সংস্কৃত-ইংরেজী বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়াছিলেন। ২৯ মে ১৮৬২ তারিখে এই বিদ্যালয়ের বার্ষিক পারিতোষিক-বিতরণ-সভার

অনুষ্ঠান হয়। পরবর্ত্তী ৭ই জুলাই তারিখের 'সোমপ্রকাশে' এই সভার যে-বিবরণ মুদ্রিত হয়, তাহাতে প্রকাশ :—

খানাকুল কৃষ্ণনগবেব সংস্কৃত ইংরাজী বিদ্যালয়।...শ্রীযুক্ত রামগোবিন্দ তর্কালঙ্কাব সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে পর শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন পাঠ করেন।...

এই চাবি বৎসবকাল পাঠশালার সমুদায় কার্য্য আমার পিতৃঠাকুর শ্রীযুক্ত যদুনাথ সর্ব্বাধিকারী মহাশয়েব বাটীতে সম্পাদিত হইয়া আসিতেছে।...বিদ্যামন্দিবটী যে এরূপ সুগঠন ও সুশ্রী দেখিতেছেন তাহা কেবল তাঁহার অবিশ্রান্ত যত্ন, অক্লিষ্ট পবিশ্রম ও অবিচলিত অধ্যবসায় বলেই সম্পাদিত হইয়াছে।...

আপনারা ছাত্রদিগের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ গত বৎসব এইরূপে সমবেত হইবার প্রায় দেড় মাস পবে শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ কবেন।...শ্যামাচবণ বাবু শ্রাবণ মাস অবধি পৌষ মাস পর্য্যন্ত প্রধান শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন।...শ্যামাচরণ বাবুর গমনের পব কয়েক দিবস শ্রীযুক্ত বাবু ললিতমোহন চট্টোপাধ্যায়... কর্ম্ম করিলে পবেই শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য বি এ প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া আমাদেব এই বিদ্যালয়ের যৎপরোনাস্তি উপকার করিয়াছেন। তিনি সংস্কৃত ও ইংরেজী শাস্ত্রে যেরূপ ব্যুৎপন্ন শিক্ষাকার্য্যে যেরূপ আগ্রহযুক্ত ও পটু আমাদের এই বিদ্যালয়েব প্রতি তাঁহার যেরূপ স্নেহ দৃষ্টি এখানকার ছাত্রেবা তাঁহার প্রতি যেরূপ অনুরক্ত তিনি যেরূপ শান্তস্বভাব ও অমায়িক তাহাতে সমুদয় বিবেচনা করিলে আমাদের এই পাঠশালার পক্ষে তাঁহার মত অন্য শিক্ষক অতি বিরল অবশ্যই বলিতে হইবে। কিন্তু সুখ কি চিবস্থায়ী হয়? আমাদের এই বিদ্যালয়ের সৌভাগ্য কি চিরকালই অব্যাহত থাকিবে? কৃষ্ণকমল বাবু আর এখানে থাকিতে পারিবেন না, আগামি ২০এ জ্যৈষ্ঠ অবধি

তাঁহাকে কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে হইবে। শিক্ষাকার্য্যের গবর্ণমেণ্টের সর্ব্বপ্রধান কর্ম্মকর্ত্তা মহোদয়ের অভ্যর্থনায় তাঁহাকে প্রেসিডেন্সি কালেজের অন্যতম সহকারী অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিতে হইয়াছে। তাঁহার এখানকার কর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে বড ইচ্ছা ছিল না আমি সবিশেষ অনুরোধ করিয়া ও পরামর্শ দিয়া তাঁহাকে কর্ম্মটী স্বীকার করাইলাম। বুঝিতেছি যে একপ করিয়া আমাদের এই বিদ্যালয়ের বিলক্ষণ ক্ষতি করিলাম। কিন্তু বলিলে কি হয়, আমাদের এখানে মাসে ৮০ আশি টাকা মাত্র বেতন, নূতন কর্ম্মটীর মাসিক বেতন ২০০ দুই শত টাকা। কৃষ্ণকমল বাবুকে এ কর্ম্মটি গ্রহণ করিতে প্রবর্ত্তনা না দিলে, বন্ধুর মত কাজ না হইয়া নিতান্ত স্বার্থপর ব্যক্তির মত কাজ হইত। এক্ষণে ভরসা করি যে তিনি স্বচ্ছন্দ শরীরে ও স্বচ্ছন্দ মনে নূতন কর্ম্মটি করিতে থাকুন এবং ক্রমশঃ তাঁহার পদ বৃদ্ধি হইতে থাকুক।...

প্রেসিডেন্সী কলেজে অধ্যাপনা

ইহার পর ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসের শেষাশেষি কৃষ্ণকমল মাসিক দুই শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজে বাংলা ভাষার সহকারী অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ৩০ মে ১৮৬২ তারিখে বাংলা-সরকারের জুনিয়র সেক্রেটরী তাঁহাকে যে নিয়োগ-পত্র পাঠান, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত করিতেছি :—

> I am directed to inform you that the Lieutenant Governor has been pleased to appoint you to be Assistant Professor of Vernacular Literature in the Presidency College on a salary of Rupees 200 Two hundred per mensem.

ইহার ছয় মাস পরে, ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকমল মাসিক তিন শত টাকা বেতনে প্রেসিডেন্সী কলেজের বাংলা ভাষার প্রধান

অধ্যাপক-পদে উন্নীত হন। ২২ ডিসেম্বর ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশ :—

> বিবিধ সংবাদ। ৩রা পৌষ বুধবার।...পরিদর্শক সম্পাদক বলেন প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গালা ভাষার প্রথম অধ্যাপক পদে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, দ্বিতীয় পদে রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োজিত হইয়াছেন।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> ছয় মাস পরে রামচন্দ্র মিত্র অবসর গ্রহণ করিলে বিদ্যাসাগর মহাশয় ছোটলাট Sir Cecil Beadonকে বলিয়া আমাকে Senior Professorএর পদে নিযুক্ত করাইয়া দিলেন,...। আমি বাঙ্গালা পড়াইতাম। কাশীদাস ও কৃত্তিবাস লইয়া আরম্ভ করা হইল। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য পুস্তক যেমন প্রকাশিত হইতে লাগিল, অমনি আমি কলেজে পড়াইতে লাগিলাম। কৃষ্ণ বন্দ্যোর 'ষড়্‌দর্শন', হেম বন্দ্যোর 'চিন্তাতরঙ্গিণী', 'মেঘনাদবধ' প্রভৃতি ধরাইলাম।...

কৃষ্ণকমল প্রেসিডেন্সী কলেজে ১৩ বৎসর অধ্যাপনা করিয়াছিলেন। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি-এল পরীক্ষা দেন এবং পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে চতুর্থ স্থান অধিকার করেন। অতঃপর তিনি ওকালতি করিবার সঙ্কল্প করিয়া ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই জানুয়ারি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপকের পদ ত্যাগ করেন।

কৃষ্ণকমল ছিলেন তেজস্বী পুরুষ। শান্তস্বভাব এবং ব্যবহারে অমায়িক হইলেও তাঁহার চরিত্র ছিল দৃঢ় ও অনমনীয়। যেখানে মনে করিতেন, কোনরূপ অন্যায় আচরিত হইয়াছে, সেখানে তিনি অর্থ বা সাংসারিক সুখস্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি দৃক্‌পাত না করিয়া নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিতেন—আত্মসম্মান ক্ষুণ্ণ হইতে দিতেন

না। তাঁহার পদত্যাগের প্রকৃত কারণ সম্বন্ধে ৩ জানুয়ারি ১৮৭৩ তারিখে 'এডুকেশন গেজেট' লেখেন :—

> সাপ্তাহিক সংবাদ।—প্রেসিডেন্সি কলেজের সংস্কৃত অধ্যাপক বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কর্ম্মে জবাব দিয়াছেন। তিনি হাইকোর্টে ওকালতী করিবেন। প্রেসিডেন্সির ন্যায় সর্ব্বপ্রধান কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ শিক্ষা বিভাগেব গ্রেডভুক্ত না হওয়া উক্ত বাবুর পদত্যাগের কারণ।

প্রেসিডেন্সী কলেজের সংস্কৃতের অধ্যাপকের পদ পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণকমল অল্প দিনের জন্য হাইকোর্টে, এবং তৎপরে হাওড়া-কোর্টে কয়েক বৎসর ওকালতি করেন। তাঁহার স্মৃতিকথায় প্রকাশ :—

> আমি যখন হাইকোর্টে ওকালতি করি,…।—পৃ. ১২০।
>
> [বঙ্কিম বাবু] যখন হাবড়ায় ছিলেন, আমি তাঁহাব এজলাসে অনেক সময়ে ওকালতি কবিয়াছি।—পৃ. ৭২।

কৃষ্ণকমল যখন ওকালতি করিতেন, সেই সময় তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একখানি নাটক রচনা করেন। নাটকখানির নাম 'নাকে খৎ'।* ইহার ইতিহাস সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল বলিয়াছেন :—

> হাইকোর্টের উকিলদিগের প্রতি বৎসর আদালতে পঞ্চাশ টাকা জমা দিতে হয়। আমি একবার ভুলক্রমে পঞ্চাশ টাকাব পরিবর্ত্তে একখানা পাঁচ শত টাকার নোট জমা দিবার জন্য উমাকালীর (উমাকালী মুখোপাধ্যায়) হস্তে দিয়াছিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি পঞ্চাশ টাকাই দিয়াছি। উমাকালী খুব সাকুব লোক, সে তৎক্ষণাৎ আমাব

* ইহা প্রথমে 'আর্য্যাবর্ত্ত' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩১৮, পৃ. ২০৪-২০) প্রকাশিত হয়; পরে 'পুরাতন প্রসঙ্গ' (১ম পর্য্যায়) পুস্তকের ২৪১-৬৩ পৃষ্ঠায় পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

ভুল বুঝিতে পারিয়া, আমাকে কিছু না বলিয়া, সেই নোটখানি লইয়া হেম বাবুর নিকটে যায়। হেম বাবু এই ব্যাপারটি অবলম্বন করিয়া একখানি নাটক রচনা করিয়া ফেলেন। এই নাট্যোক্ত ব্যক্তিগণ সম্বন্ধে একটু টীকা বোধ হয় আবশ্যক।

কষ্টকল্প বিদ্যেনিধি ওরফে মিষ্ট অমল বিদ্যাম্বুধি।		আমি
ধনুর্দ্ধব ওরফে 'গুণেন্দর'	...	যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ
অগ্নিভট্ট ওরফে 'ধুম্‌খালি'	...	উমাকালী
চাঁদকবি	...	হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
রত্নসভা	...	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

ঠাকুর-আইন-অধ্যাপক

১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সদস্য হন। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক 'ঠাকুর-আইন অধ্যাপক' (Tagore Law Lecturer) পদে নিযুক্ত হইয়া হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন। ইহার পারিশ্রমিক-স্বরূপ তিনি প্রায় দশ হাজার টাকা পাইয়াছিলেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনরারী ফেলো নির্ব্বাচিত হন।

রিপন কলেজের অধ্যক্ষ

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল রিপন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল নিযুক্ত হন। এই পদে তিনি ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত কার্য্য করিয়া অবসর গ্রহণ করেন।

সাহিত্যিক জীবন

বিদ্যোৎসাহিনী সভার সভ্য

কৃষ্ণকমল অল্প বয়স হইতেই বাংলা ভাষার চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদ্যোৎসাহিনী সভার তিনি এক জন সভ্য ছিলেন। তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন—

> আমার যখন ১৫।১৬ বৎসর বয়স, তখন কালীপ্রসন্ন সিংহের সহিত আমার প্রথম আলাপ হয়।...তাঁহার বাড়ীর দোতালায় একটি Debating Club ছিল, আমি সেই সভার সভ্য হইয়াছিলাম। সেই স্থানে ৺কৃষ্ণদাস পালের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। এখনও আমার বেশ মনে আছে, যেদিন কৃষ্ণদাস পাল commerce সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা করেন; ইংরাজিতে তাঁহার সেই বক্তৃতা শুনিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।...আমিও প্রবন্ধ পাঠ করিতাম, কিন্তু বাঙ্গালায়। আমি ছেলে মানুষ বলিয়াই হৌক বা আর কোনও কারণেই হৌক, প্রবন্ধগুলির জন্য আমি প্রশংসা পাইতাম। একদিন আমার একটি প্রবন্ধের আলোচনা হইতেছিল —কি বিষয়ে সে প্রবন্ধ রচিত হইয়াছিল, এখন আমার স্মরণ নাই, বোধ হয় বিধবা-বিবাহের উপর—এমন সময় একজন সভ্য বলিয়া উঠিলেন, 'ছেলে মানুষের প্রশংসা ক'রে ক'রে রাত কাটান যাবে না কি ?' (পৃ ৮৪-৮৫)

'বিচারক'

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে কৃষ্ণকমল 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'বিচারকে'র প্রথম

তিন সংখ্যা হস্তগত হইবার পর ২২ ফেব্রুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে 'সংবাদ প্রভাকর' নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্য করেন :—

> 'বিচাবক' নামক একখানি অভিনব সাপ্তাহিক পত্রের ১ হইতে ৩ সংখ্যা প্রাপ্ত হইলাম, বিচারক তত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এই অনুষ্ঠানটি অতি সদনুষ্ঠান বটে।...সম্পাদক মহাশয় কি জন্য আপনার নামটি গোপন করিয়াছেন, তাহা জানিতে পারিলাম না।

এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

> সে [সিপাহীবিদ্রোহের] সময়ে বাঙ্গালা রচনাব দিকে আমাব কিছু ঝোঁক ছিল। 'বিচারক' নামে একখানি সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র তৎকালে আমি বাহির কবিয়াছিলাম। ইহা অ্যাডিসনের Spectatorএর ধরণে গঠিত হইয়াছিল। একটি সন্দর্ভে সমস্ত কাগজ পূর্ণ হইত। সর্ব্বোপরি একটি করিয়া সংস্কৃত motto থাকিত। কি কারণে, মনে নাই, পাঁচ ছয় সংখ্যা বাহির হইয়াই উহা কিন্তু বন্ধ হইয়া যায়। পণ্ডিত তারানাথ তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতা তারাধন ভট্টাচার্য্য পত্রিকার ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০০-২০১।

তারাধন ভট্টাচার্য্য স্বয়ং এ-বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহাও উদ্ধৃত করিতেছি :—

> ...১৯০৬ সম্বতে পটলডাঙ্গায় টামার্স লেনে বিশ্বপ্রকাশ নামক একটী দেবাক্ষরের ও বঙ্গাক্ষবের মুদ্রাযন্ত্রের স্থাপন করিয়াছিলাম। এই মুদ্রাযন্ত্রের আয়বৃদ্ধির নিমিত্ত তারানাথ তর্কবাচস্পতি এই যন্ত্র হইতে একখানি পঞ্জিকা বাহির করিয়াছিলেন।...উক্ত বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রেব নিঃস্বার্থ-উন্নতি সাধনার্থ উদাবচেতা বালক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

"বিচারক" নামে একখানি সারপূর্ণ সাপ্তাহিক ক্ষুদ্র পত্রিকা ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ" নামক একখানি অতি মনোরম পুস্তক মুদ্রিত করেন। তিনি এই উভয়েরই উপস্বত্বের প্রয়াসী ছিলেন না। কেবল আমারই নিঃস্বার্থ উপকারার্থ উহা মুদ্রিত করিতেন। বাঙ্গালিরা যে কেবল বাহিক চাকচিক্য-প্রিয় ও অন্তঃসারবান্ পদার্থে তাঁহাদের কিছুমাত্র অভিরুচি নাই, তাহাই কেবল দেখাইবার নিমিত্ত এ স্থলে এ অপ্রাসঙ্গিক প্রবন্ধেব অবতারণা। অর্থাৎ উক্ত মহাচেতা কৃষ্ণকমলের লিখিত "বিচারক" ও "দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ", উভয়ই একজন বিদ্যালয়ের পোগণ্ড ছাত্রের লেখনী প্রসূত বলিয়া নিতান্ত অসার বোধে উহাদের প্রত্যক্ষ গুণগ্রামেও কেহ আর লক্ষ্যই করিলেন না। সুতরাং উহাদেব উভয়েরই বাল্য-মৃত্যু হইল।—তাবাধন তর্কভূষণ: 'তারানাথ তর্কবাচস্পতির জীবনী এবং সংস্কৃত বিদ্যার উন্নতি' (১৮৯৩), পৃ. ৫৩-৫৪।

'ত্রৈমাসিক সমালোচক'

১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাস হইতে কৃষ্ণকমল 'ত্রৈমাসিক সমালোচক' নামে একখানি "সর্ব্ব-শাস্ত্র-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র ও সমালোচন" প্রচার করিবার সঙ্কল্প করেন। ৩ অগ্রহায়ণ ১২৮২ তারিখের 'অমৃত বাজার পত্রিকা'য় ইহার বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়; বিজ্ঞাপনটি অংশতঃ উদ্ধৃত করিতেছি :—

আগামী ১লা মাঘ হইতে প্রকাশিত হইবে।

লেখক।

সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রবন্ধে লেখকের নাম প্রকাশ থাকিবে।

শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন। শ্রীযুক্ত রামদাস সেন। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রীযুক্ত বলদেব পালিত। F. H.

Skrine Esq. C. S. এতদ্ব্যতীত জ্ঞানাঙ্কুর পত্রের অধিকাংশ লেখকগণ।

সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য।

এ পত্রে কখন কখন ইংরাজি প্রবন্ধাদিও লেখা হইবে।...

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ দাস (ভূতপূর্ব্ব জ্ঞানাঙ্কুর সম্পাদক।)

সহকারী সম্পাদক।

'ত্রৈমাসিক সমালোচক' শেষ-পর্য্যন্ত বোধ হয় প্রকাশিত হয় নাই ; অন্ততঃ বেঙ্গল লাইব্রেরির পুস্তক-তালিকায় ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত এরূপ কোন সাময়িক-পত্রের নাম পাওয়া যাইতেছে না।

'হিতবাদী'

১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ৩০এ মে (?) কৃষ্ণকমলের সম্পাদকত্বে সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' পত্র প্রথম প্রকাশিত হয়।* তিনি তখন রিপন কলেজের অধ্যক্ষ। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন, তাঁহার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত এই 'হিতবাদী'তেই :—

> সাধনা বাহির হইবার পূর্ব্বেই হিতবাদী কাগজের জন্ম হয়। যাঁহারা ইহার জন্মদাতা ও অধ্যক্ষ ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণকমলবাবু, সুরেন্দ্রবাবু, নবীনচন্দ্র বড়ালই প্রধান ছিল। কৃষ্ণকমলবাবুও সম্পাদক ছিলেন, সেই পত্রে প্রতি সপ্তাহেই আমি ছোট গল্প সমালোচনা ও সাহিত্যপ্রবন্ধ লিখিতাম। আমার ছোট গল্প লেখার সূত্রপাত ঐখানেই। ছয় সপ্তাহকাল লিখিয়াছিলাম।—২৮ ভাদ্র ১৩১৭ তারিখে 'বেঙ্গলী'র সহ-সম্পাদক পদ্মিনীমোহন নিয়োগীকে লিখিত পত্র। ('আত্মপরিচয়' দ্রষ্টব্য)

* কৃষ্ণকমল-সম্পাদিত ১ম ভাগ ১১শ সংখ্যা 'হিতবাদী' দেখিয়াছি। ইহার তারিখ—৮ আগষ্ট ১৮৯১।

নানা কাজের ঝঞ্ঝাটে কৃষ্ণকমল বেশী দিন সম্পাদকের কার্য্য করিতে পারেন নাই, তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

সাপ্তাহিক পত্রিকা 'হিতবাদী' নামটি দ্বিজেন্দ্র বাবুরই সৃষ্টি, এবং "হিতং মনোহারি চ দুর্লভং বচঃ" এই Mottoটিও তিনিই বলিয়া দেন। হিতবাদীর জন্মকালে পাঁচ জন একত্র মিলিয়া এক বৈঠক বসিয়াছিল; তথায় আমিও ছিলাম, দ্বিজেন্দ্র বাবুও ছিলেন। সেই সময়েই ঐ নাম ও Motto পরিগৃহীত হয়। সুতরাং এক হিসাবে দ্বিজেন্দ্র বাবুই ঐ কাগজের জন্মদাতা বলিতে হইবে। সেই বৈঠকে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে সম্পাদক হইতে অনুরোধ করিলেন। কিন্তু সম্পাদক হইয়া কাগজের উন্নতিকল্পে আমি বিশেষ কিছুই করিতে পারি নাই, এবং ঐ পদও আমি অধিক দিন রাখিতে পারি নাই, কারণ তখন আমার অনেক ঝঞ্ঝাট ছিল।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ৭৬-৭৭।

গ্রন্থাবলী

আচার্য্য কৃষ্ণকমল অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। আমরা অনুসন্ধানে যেগুলির সন্ধান পাইয়াছি, নিম্নে সেগুলির পরিচয় দিলাম।

১। **দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ।** ইং ১৮৫৮ (?) পৃ. ৬২।

দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ। কলিকাতা। ১৭৭৯ শকাব্দা টামস্ লেনে বিশ্বপ্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।

কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, এই "গ্রন্থ সিপাহীবিদ্রোহের সময় প্রকাশিত হইয়াছিল" (পৃ. ২০০)। পুস্তকখানি ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ায় প্রকাশিত বলিয়া মনে হইতেছে। ১৭৮০ শকের আষাঢ় সংখ্যা 'বিবিধার্থ-সঙ্গ্রহে' রাজেন্দ্রলাল মিত্র ইহার সমালোচনা করেন। সমালোচনাটি উদ্ধৃত করিতেছি :—

"দুরাকাঙ্ক্ষেব বৃথা ভ্রমণ কলিকাতা বিশ্ব প্রকাশ যন্ত্রে মুদ্রিত।" এতদ্দেশীয় উপন্যাস সকলেরই এক ধারা; সকলেই "এক রাজা ছিলেন তাঁহার সো দো দুই বাণী" এই রূপ বান্ধা ধরণে আরম্ভ হইয়া থাকে; এই উপন্যাস তদ্রূপ নহে, এবং গল্পটীও তাদৃশ নিন্দনীয় বোধ হয় না।

পুস্তকের আখ্যা-পত্রে গ্রন্থকর্ত্তার নাম না থাকিলেও উহা যে কৃষ্ণকমলের রচনা, তাহার একাধিক প্রমাণ আছে।* কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় (পৃ. ৩৮-৩৯) বলিয়াছেন :—

যোলো সতেব বৎসর বয়সে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' নামক একখানি পুস্তক আমি রচনা কবিয়াছিলাম; সেইটির উল্লেখ করিয়া এই কবিতার গোড়াপত্তন কবিলাম।

যৌবনের বক্তজোরে হইয়া উদ্দাম,
লিখেছিনু গল্প এক "দুরাকাঙ্ক্ষ" নাম।

* 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' যে কৃষ্ণকমলেরই রচনা, ৩০ জুন ১৮৬২ তারিখের 'সোমপ্রকাশে' প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত বিজ্ঞাপনটি হইতেও তাহা জানা যাইবে :—

নিউ ইণ্ডিয়ান লাইব্রেরি। কালেজ ষ্ট্রীট নং ৮৬

প্রেসিডেন্সি কালেজের বাঙ্গলার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয় তাঁহার ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺রামকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের রচিত যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে এবং ভবিষ্যতে যাহা প্রকাশিত হইবে সে সকলের মুদ্রাঙ্কন ও বিক্রয়ের সম্পূর্ণ ভার আমাদিগের উপর অর্পণ করিয়াছেন।...নিম্নলিখিত গ্রন্থ সকল বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত আছে।

বেকনের সন্দর্ভ (৺ রামকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।৶০
ইংলণ্ডের ইতিহাস (ঐ কৃত)	...	৷৹
দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথাভ্রমণ (কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য কৃত)	...	।০
বিচিত্র বীর্য্য (ঐ কৃত)	...	৷৹

গুপ্ত ব্রাদর্শ।

পাগল বলিয়া তাহে কেহ দিল গালি,
বুঝিতে পারি না বলি কেহ দিল আলি,
বালিশতা বলি উপহাস করে কেহ,
কেহ বা তাহারে কহে অশ্লীলের গেহ।
এইরূপে সবে তার নিন্দা একটি করে,
পয়সা দিয়া কিনিল না কেহই সাদরে।
তা' বোলে কি ছেড়ে দিব লেখা একেবারে,
যখন বোকার দল ঘেরিল সংসারে ?
ক অক্ষর গোমাংস যাহাদের পেটে,
বানান করিতে যারা মরে দম ফেটে,
যা' দি'কে দেখিলে মোরে দংশে যেন অহি,
একপ লোকের সব বিকাইছে বহি !

রচনার নিদর্শনস্বরূপ 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

> এক্ষণে আমরা বাহুদামে পরস্পরকে সংযত করিয়া নানা স্থানে বিহার করিতে লাগিলাম, বকুল বৃক্ষের তলে উপবেশন করিতাম, গিরিনদীতে বিহরমান হংসযূথে কৌতুকযুক্ত হইতাম, আম্রকুঞ্জে অবিরলিতকপোলে কথা কহিয়া রাত্রির অতিপাত করিতাম, নগ্নসর্ব্বাঙ্গ হইয়া নির্ঝরের ক্ষরণশীল জলে ধৌত হইতাম, সমুদ্রতটে কত খেলা খেলিতাম, বর্ষাকালে জলবিন্দুসিক্ত শিলাতলে উপবিষ্ট হইয়া ময়ূব ময়ূরীর কেকা সহিত নৃত্য ও পক্ষবিস্তার দর্শন করিতাম, শবৎ কালের নির্ম্মল জ্যোৎস্নার সহিত কমলাদীর কপোলপ্রভার উপমা দিতাম, গ্রীষ্মের যূথিকা লইয়া তাহার ভ্রমর নীল অলকে বসাইয়া দিতাম, হেমন্তের বান্ধুর আপাণ্ডু গণ্ডস্থলে পরাইয়া দিতাম, মধু মাসের মধু বায়ু সেবন করিতে করিতে তাহার বদনসুধা পান করিয়া মাস নামের সার্থকতা করিতাম। আর

কত বলিব, সংস্কৃত কবিরা যে স্থানে যেরূপ বর্ণন করিয়াছেন, আমরা সে সকলের স্বাদগ্রহ করিতে অবশিষ্ট রাখি নাই। যদি আমার চিরকাল ইন্দ্রিয়সুখে কাল যাপন করিবার অভিলাষ থাকিত, যদি দুরাশা কর্ণে জপতা না করিত, তবে আমি কমলাদীর সহিত অবিচ্ছেদে সুখ ভোগ করিতাম। প্রিয়বাদিনী প্রিয়দর্শনা ভার্য্যা, মানুষের বিষচক্ষু হইতে দূরবর্ত্তিতা, প্রকৃতির অতি মনোহর অবস্থা নিরীক্ষণ এবং স্বতন্ত্রতা, ইহা অপেক্ষা সংসারে আর সুখ কি আছে। আমার সে সকলই ছিল। নিবিড় অরণ্যমুকুটিত শৈলমালা প্রতিদিন লোচনগোচর হইয়া অপরিসীম আনন্দ দান করিত, নির্ঝর হইতে ঝর্ঝর শব্দে স্রুতিশীল বারি বীণা অপেক্ষাও অধিক মধুধারা কর্ণে বমন করিত, ঘন পত্রাচ্ছন্ন তরুমালায় সূর্য্যতাপ হইতে ছাদিত নদীর তটভাগে হংসতূল অপেক্ষা সমধিক কোমল নব শষ্প শয়নীয় বিস্তার করিয়া রাখিত, কলকণ্ঠ পতত্রিরা মধুর স্বর আবিষ্কৃত করিয়া নাগরিকাদের আমোদদায়ী গায়কবর্গকে ধিক্কার করিত, কস্তুরী মৃগদিগের অধ্যাসনে সুরভীকৃত শিলাতল শ্রমহারী বিষ্টরস্বরূপ হইয়া উপবেশনের নিমিত্ত আহ্বান করিত। ইহা অপেক্ষা মধুরতর আবাস আর কি হইবে? আবার এমন স্থানে যেরূপ সৌন্দর্য্য যেরূপ প্রণয়, যেরূপ শুচারিত্র ছিল তাহাতে কি এমন স্থান সেই সুরলোক অপেক্ষা রমণীয়তর নহে? তথায় কোন সংস্কৃত নাটকের একজন পাত্র বলিয়াছে, যে যথায় আহারও নাই, পানও নাই, কেবল মীনের মত অনিমিষে চাহিতে হয়। (পৃ. ১৭-১৯)

অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের মতে, "দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।" তিনি তাঁহার "পিতা-পুত্র" প্রবন্ধে 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' পুস্তক সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি:—

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থ মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়া আমি যেন ভাষা রাজ্যে আর এক দেশে উপস্থিত হইলাম। এ ত কাদম্বরী নয়, বেতাল পঁচিশ নয়, তারাশঙ্করও নয়, প্যারীচাঁদও নয়—এ যে এক নূতন সৃষ্টি। ইহাতে কাদম্বরীর আড়ম্বর নাই, বিদ্যাসাগরের সরসতা নাই, অক্ষয়কুমারের প্রগাঢ়তা নাই, প্যারীচাঁদের গ্রাম্য সরলতা নাই, অথচ যেন সকলই আছে। এবং উহাদের ছাড়া আরও যেন কিছু নূতন আছে। আমি বার বার তিনবার পাঠ করিলাম। কিন্তু কিছুতেই ভাষার বিশেষত্ব আয়ত্ত করিতে পারিলাম না।...বিশেষত্ব এই যে, সংজ্ঞাপদে এবং বিশেষণে, স্থলে স্থলে সংস্কৃতের মত। ক্রিয়াপদগুলি অনেক স্থলেই খাঁটি বাঙ্গালা।...আমার বিশ্বাস দুরাকাঙ্ক্ষের ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষার জননী।

আমি বালককালে এই গ্রন্থের ভাষায় যে কেবল মুগ্ধ হইলাম এমন নহে, ইহার ভাবেও আকৃষ্ট হইলাম।

আর উহার গল্প বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।...আমি চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত সুবোধিনী পত্রিকার নিয়মিত গ্রাহক ছিলাম। তাহাতে 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' নাম দিয়া একটী গল্প খণ্ডশ বাহির হইত। সেই গল্পে ছিল, জগন্নাথ যাইবার পথে—পথের একটু তফাতে জটাঘটাসজ্ঘটিত —এক মহাবটবৃক্ষ। তাহার তলদেশ নিতান্ত নিভৃত নিবালয়। সেখানে সূর্য্যরশ্মি প্রবেশ লাভ করিতে পায় না। ভীষণ বায়ু উপরে হু হু করিলেও তলদেশে মন্দ মন্দ বিচরণ করে। প্রচুর পত্রসন্নিবেশে সেখানে বৃষ্টিও পড়িতে পারে না। সেইখানে একটী ছোট খাট সামান্য কুটীর; বাস করেন এক পড়িয়া বা চণ্ডাল খৃষ্টান, তাহার সহধর্ম্মিণী ও একটি ছোট কন্যা। এ পুস্তকে পড়িলাম দুরাকাঙ্ক্ষ যখন মান্দ্রাজ, মহীশূর, মালব উলট পালট করিয়া সেই বটতলে উপস্থিত হইলেন,

তখন পড়িয়ার সহধর্ম্মিণী মরিয়াছে, কন্যা যুবতী হইয়াছে, দুইটী বিভিন্ন সময়ে, * বিভিন্নরূপে প্রকাশিত গল্পের এইরূপ অপূর্ব্ব মিল দেখিয়া, আমার বালক মনে বড়ই আনন্দ হইল। ভারতবর্ষীয় কুটীরে ও দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণে কেন যে মিল হইল, এখন তাহা জানি। দুই খানিই ইংরাজী রোমান্স অফ্ হিসটরি হইতে সঙ্কলিত।—'বঙ্গভাষার লেখক', পৃ. ৫২৫-২৮।

'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' "দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থমালা"র একাদশ সংখ্যক গ্রন্থরূপে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্ত্তৃক পুনর্ম্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। **বিচিত্রবীর্য্য**। জানুয়ারি ১৮৬২। পৃ. ৭৬।

Bichitrabyrya A Heroic Tale By Krishnakamal Bhattacharya. বিচিত্রবীর্য্য নামক বীররসাশ্রিত আখ্যান। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। কলিকাতা গৌড়ীয় যন্ত্রে মুদ্রিত ইং ১৮৬২ সাল।

এই পুস্তকখানি সম্বন্ধে কৃষ্ণকমল তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন :—

'বিচিত্রবীর্য্য' হস্তলিখিত অবস্থায় পাঠ করিয়া আমার জ্যেষ্ঠ রামকমল বলিয়াছিলেন,—"It would do credit to a veteran writer",—বোধ হয়, ইহা ভ্রাতৃস্নেহের অত্যুক্তি। পুস্তকখানি আমি সতের আঠার বৎসর বয়সে রচনা করি, কিন্তু পাঁচ সাত বৎসর ছাপান

* বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয় নাই; প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল। রামচন্দ্র দিক্ষিত-সম্পাদিত 'সুবোধিনী' পত্রিকা ১৩ জানুয়ারি ১৮৫৮ তারিখে চুঁচুড়া হইতে প্রকাশিত হয়। ইহার প্রথম সংখ্যা হইতেই 'ভারতবর্ষীয় কুটীর' খণ্ডশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল। কৃষ্ণকমলের 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ'ও ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে প্রকাশিত—এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং উভয় রচনা একই লেখনীপ্রসূত হওয়া বিচিত্র নহে।

হয় নাই ; পরে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক হইয়া আন্দাজ ইংরাজি ১৮৬৪ সালে উহা মুদ্রিত করিয়াছিলাম।—'পুরাতন প্রসঙ্গ', ১ম পর্য্যায়, পৃ. ২০২-২০৩।

রচনার নিদর্শন ঃ—

জনমেজয়ের সর্পসত্র সমাপিত হইলে তিনি কিছুকাল সাবধানে রাজ্যকার্য্য পর্য্যবেক্ষণে প্রবৃত্ত হইলেন। তখন বহুদিন তাঁহার সূক্ষ্মদর্শী নয়নের অগোচর থাকাতে দেশের দুরবস্থার শেষ ছিল না। পথ, ঘাট, নগর, গ্রাম সর্ব্বস্থানই দুর্দান্ত দস্যুবর্গে পরিপূর্ণ ছিল। গ্রামের ভিতর দিবাভাগে মানুষ হত্যা হইত। পথিকেরা অতিসামান্য সামগ্রী লইয়া যাইতে, লুব্ধক হস্তে পতিত হইবার শঙ্কা করিত। কাহারও গৃহে রূপবতী রমণী থাকিলে লম্পটেরা ছলে, বলে, বা কৌশলে অপহরণ করিয়া লইত। সৈন্য সমূহ বহুদিন উপেক্ষিত থাকিয়া নিতান্ত অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল এবং নিয়মের দাম হইতে মুক্তবন্ধন হইয়া প্রজাগণের উপর নানা অত্যাচার করিত। দেশের গুপ্তি অতি দুর্ব্বল হওয়াতে শান্তি রক্ষা নিতান্ত দুঃসাধ্য হইয়াছিল। কৃষি ও বাণিজ্যের ব্যাঘাতে কত সমৃদ্ধ পৌর সুখস্বাচ্ছন্দ্য হইতে দারিদ্র্য গহ্বরে নিপতিত হইল। রাজস্বের অতিশয় ন্যূনতা হইল। স্থানে স্থানে দুভিক্ষ হইয়া প্রজাদিগের হাহাকারে গগন বিদীর্ণ হইত। দুভিক্ষের সহচর মরক, যেন সম্মার্জ্জনী দ্বারা কত গ্রাম নগর শূন্য করিয়া গেল। যথায় যাও, সেইখানেই ক্ষুধার্ত্ত কণ্ঠশ্বাস প্রাণীর মরণ যাতনা দেখিতে পাও। যেস্থান পূর্ব্বে জনসমাকীর্ণ ধনপূর্ণ নগরের অধিষ্ঠান থাকিয়া ক্রয়বিক্রয়ের কোলাহলে পরিপূর্ণ থাকিত, এখন তথায় নির্জ্জনবাসী পেচকের কর্ণকঠোর চীৎকার, ঝিল্লীরব, সর্পের ফূৎকার, ও পূতিগন্ধী পবনের বিষাদজনক হূহূধ্বনি শ্রবণ গোচর হইত। রাজপথের উপর নিবিড় জঙ্গল, কঙ্কালরাশি ও হিংস্র জন্তুর নখপদ দেখিয়া পথিকেরা উদ্বিগ্নমানসে, সভয় পদসঞ্চারে, বসনে নাসা আচ্ছাদন করিয়া

ত্বরিত পরিহার করিয়া যাইত। "যেসকল সোপান পূর্ব্বে রমণীরা পাদালক্ত দ্বারা রঞ্জিত করিত, এখন তথায় সদ্যোনিহত হরিণের উষ্ণ রুধির ছল্ ছল্ করিত। গৃহদীর্ঘিকার জলে আরণ্য মহিষেরা শৃঙ্গাঘাত করিত। গৃহের চিত্রপটে লিখিত হস্তীকে পারমার্থিক সিংহ নখাঘাত করিত"। হস্তিনাপুরী ও তাহার পার্শ্ববর্ত্তী কতিপয় গ্রাম আফ্রিকার শাহারামরুতে অবাকীর্ণ ওশিসের ন্যায় হইয়াছিল। দেশের ত এইরূপ দুর্দ্দশা হইয়াছিল। (পৃ. ১-২)

৩। **নাগানন্দম্**। শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সহকৃতেন শ্রীমাধবচন্দ্র ঘোষেণ মুদ্রাঙ্কিতম্। পৃ. ৭৪+১৯। সম্বৎ ১৯২১ (১৮৬৪)।

4. *On some unsettled questions of Succession under the Bengal School of Hindu Law.* Calcutta, 1877.

5. *Tables of Succession under the Bengal School of Hindu Law* with an Introduction on some unsettled Questions. By Krishna Kamal Bhattacharya, B. L., Vakeel, High Court, Calcutta. 1885. pp. 37+xii.

6. *Tagore Law Lectures*—1884-85. The Law relating to the Joint Hindu Family. 1885.

7. *The Institutes of Parasara.* Translated into English by Krishnakamal Bhattacharyya. (Bibliotheca Indica), Calcutta, 1887. pp. 82.

ইহা ছাড়া তিনি ভট্টিকাব্য, শকুন্তলা, উত্তররামচরিত, রঘুবংশ, ঋজুপাঠ প্রভৃতি কলেজ ও স্কুলপাঠ্য পুস্তকের বা তাহাদের অংশ-বিশেষের ছাত্রোপযোগী সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত কুমারসম্ভবের প্রথম সাত সর্গের বঙ্গানুবাদ এই প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। হিন্দু ও মুসলমান আইন সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতার সংক্ষিপ্ত বিবরণ (Lecture-notes) ও ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'আরোহণী' নামে সংস্কৃত-শিক্ষার্থিগণের প্রাথমিক পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

প্রবন্ধ

'পূর্ণিমা', 'অবোধ-বন্ধু', 'ভারতী' প্রভৃতি তৎকালীন মাসিক ও সাপ্তাহিক পত্রাদিতে কৃষ্ণকমল বহু প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। তখন প্রবন্ধের শেষে বড়-একটা লেখকের নাম থাকিত না। এই কারণে আজিকার দিনে তাঁহার রচনাগুলি নির্ণয় করা দুরূহ। কয়েকটি রচনা সম্বন্ধে তিনি নিজেই সন্ধান দিয়াছেন; তিনি স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন:—

> সুহৃদ্বর কবি বিহারিলাল 'পূর্ণিমা' নামে একখানি মাসিক পত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। আমি তাহার অন্যতম লেখক হইলাম।...ঐ পত্রিকায় আমার দুইটি শ্লোকখণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল,—'জুঁইফুলের গাছ' ও 'তাঁতিয়া টোপি'। কবিতা দুইটি কোনও কোনও ব্যক্তির নিতান্ত মন্দ লাগে নাই। ৺কামাখ্যাচরণ ঘোষ, স্বপ্রণীত 'রত্নসার' নামক বাল্যপাঠ্য সংগ্রহগ্রন্থে ঐ দুইটি সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন; পরে কিন্তু 'তাঁতিয়া টোপি' কবিতাটি পাছে রাজভক্তির বিরুদ্ধ বলিয়া পরিগৃহীত হয়, এই ভয়ে সেটিকে বাদ দিয়াছিলেন। 'পূর্ণিমা'তে আর কি কি লিখিয়াছিলাম, এক্ষণে মনে নাই।...
>
> কিছুদিন পরে বিহারিলাল ও যোগীন্দ্রচন্দ্র [যোগীন্দ্রনাথ] ঘোষ (ইনি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক) প্রভৃতি কয়েক জন বন্ধু একত্র হইয়া 'অবোধবন্ধু' নামক একখানি মাসিকপত্র প্রতিষ্ঠিত করেন। এই পত্রিকাখানি বোধ হয়, ইংরাজি ১৮৭১ সাল পর্য্যন্ত জীবিত ছিল। ইহাতে আমি অনেক বিষয়ে লিখিয়াছিলাম; সমগ্র 'পল-বর্জ্জিনিয়া' গ্রন্থ ফরাসী ভাষা হইতে অনুবাদ করিয়া ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছিল; নেপোলিয়নের একটি জীবনবৃত্তান্ত বহুবিস্তারিতভাবে লোডির যুদ্ধ পর্য্যন্ত বাহির করা হইয়াছিল। অনেক প্রবন্ধও লিখিয়াছিলাম। মনে পড়ে একটি প্রবন্ধে য়ুরোপের duel (অর্থাৎ য়ুরোপীয়েরা অপমানিত হইলে

পরস্পর প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যে মারামারিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহারই) সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছিলাম।

স্মৃতিকথায় কৃষ্ণকমল তাঁহার রচিত ও প্রকাশিত যে-কয়টি রচনার সন্ধান দিয়াছেন, প্রকাশকাল-সমেত সেগুলির তালিকা :—

"জুঁইফুলের গাছ"—পূর্ণিমা', ৫ম সংখ্যা। ১২৬৬ সাল। জ্যৈষ্ঠ-পূর্ণিমা।

"পৌল ভর্জ্জীনী"—'অবোধ-বন্ধু', পৌষ-চৈত্র ১২৭৫ ; পৌষ-চৈত্র ১২৭৬।

"নেপোলিয়ন বোনাপার্টের জীবন বৃত্তান্ত"—'অবোধ-বন্ধু', বৈশাখ-শ্রাবণ ও আশ্বিন ১২৭৬।

"ডুয়েল"—'অবোধ-বন্ধু', অগ্রহায়ণ ১২৭৬।

এই সকল রচনার মধ্যে "পৌল ভর্জ্জীনী" বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই রচনাটির কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁহার "বিহারিলাল" প্রবন্ধে ('সাধনা', ৩য় বর্ষ, ২য় ভাগ) ও 'জীবন-স্মৃতি'তে বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। 'জীবন-স্মৃতি'তে প্রকাশ :—

> এই অবোধবন্ধু কাগজেই বিলাতী পৌলবর্জ্জিনী গল্পের সরস বাংলা অনুবাদ পড়িয়া কত চোখের জল ফেলিয়াছি তাহার ঠিকানা নাই। আহা সে কোন্ সাগরের তীর! সে কোন্ সমুদ্রসমীরকম্পিত নারিকেলের বন! ছাগলচরা সে কোন্ পাহাড়ের উপত্যকা! কলিকাতা সহরের দক্ষিণের বারান্দায় দুপুরের রৌদ্রে সে কি মধুর মরীচিকা বিস্তীর্ণ হইত! আর সেই মাথায় রঙীন রুমালপরা বর্জ্জিনীর সঙ্গে সেই নির্জ্জন দ্বীপের শ্যামল বনপথে একটি বাঙালী বালকের কি প্রেমই জমিয়াছিল! (পৃ. ৮২)

"পৌল ভর্জ্জীনী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

কৃষ্ণকমল কোঁতের শিষ্য ছিলেন ; তিনি তাঁহার স্মৃতিকথায় বলিয়াছেন, "আমি Positivist ; আমি নাস্তিক।" গিরিশচন্দ্র

ঘোষ-সম্পাদিত 'বেঙ্গলী' নামক ইংরেজী সাপ্তাহিক পত্রে কোঁতের ধ্রুবদর্শন সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করিয়াছিলেন।

১২৯২ সালের 'ভারতী'তে (শ্রাবণ, আশ্বিন) তিনি এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন; প্রবন্ধটির নাম—"Positivism কাহাকে বলে ?" কৃষ্ণকমল এই সময়ে অধ্যাপনা করিতেন না,—ওকালতি করিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর "পজিটিবিজম্ এবং আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম" নামে তিনটি প্রবন্ধে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকমল যে সুতার্কিক ছিলেন, রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত একখানি পত্রে দ্বিজেন্দ্রনাথ তাহা স্বীকার করিয়াছেন; তিনি লিখিয়াছেন :—

> আপনি দুইটি বিষয়ে বেজায় চুপ করিয়া গিয়াছেন—কার্য্য-কারণ তত্ত্ব এবং কৃষ্ণকমলী সংগ্রাম। লেখনীর ছিটাগুলি বর্ষণ করুন—আমি ধৈর্য্যের ঢাল ধরিয়া বসিয়া আছি। আমি আপনারই তো champion, আমাকে যত উৎসাহিত করিবেন ততই কোমর বাঁধিয়া লাগিব। It costs me a good deal of labour নিতান্ত ছেলেখেলা নয়, কৃষ্ণকমল is not যে সে লোক—he is a terrible fellow. He knows how to write and how to fight and how to slight all things divine.—'সুপ্রভাত', আশ্বিন ১৩১৭।

কৃষ্ণকমলের স্বাক্ষরিত আরও দুইটি রচনার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; সেই দুইটি :—

* কোঁতের শিষ্য ও হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ এস্. লব্ ১০ অক্টোবর ১৮৬৮ তারিখে 'বেঙ্গলী'-সম্পাদক গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন :—"I am glad Professor Krishna Kamal is going to write an article from a Comtean point of view. I am very anxious to see Positivism discussed from a a purely Hindu point of view, a task to which of course I am myself inadequate..." *Life of Grish Chunder Ghose*, p. 239.

"বিবাহের জন্য পূর্ব্বরাগ আবশ্যক কি না"—'ভারতী ও বালক', কার্ত্তিক ১২৯৪।

"জান্তব চুম্বক শক্তি"—'ভারতী ও বালক', শ্রাবণ ১২৯৮।

ইহা ছাড়া কৃষ্ণকমলের পাণ্ডিত্যের সাহায্য লাভ করিয়া অনেকে গ্রন্থ-রচনায় উৎসাহিত হইয়াছিলেন, এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে। মনীষী রমেশচন্দ্র দত্ত তৎপ্রকাশিত 'ঋগ্বেদ সংহিতা'র বঙ্গানুবাদ-গ্রন্থে (ইং ১৮৮৫) লিখিয়াছেন:—

> আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ্ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।—ভূমিকা, পৃ. ।•

কৃষ্ণকমলই রমেশচন্দ্র দত্ত-সম্পাদিত 'হিন্দুশাস্ত্র' গ্রন্থের চতুর্থ ভাগ—"ধর্ম্মশাস্ত্র" (ইং ১৮৯৫) সঙ্কলন করিয়া দিয়াছিলেন। ঐ খণ্ডের ভূমিকায় রমেশচন্দ্র লিখিয়াছেন:—

> এই ভাগে হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্র সমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইয়াছে, এবং মনুর ধর্ম্মশাস্ত্র হইতে অনেক অংশ, ও যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণু, দক্ষ, পরাশর ও ব্যাসের কোন কোন অংশ উদ্ধৃত ও অনূদিত হইয়াছে। ধর্ম্মশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, এবং সংস্কৃত ভাষায় মদীয় শিক্ষাগুরু মহানুভব শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য এই ভাগ সঙ্কলন করিয়া আমাকে বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছেন।

তারানাথ তর্কবাচস্পতির বিখ্যাত 'বাচস্পত্যাভিধান' সঙ্কলনে

কৃষ্ণকমল সাহায্য করিয়াছিলেন এবং তর্কবাচস্পতি মহাশয় তাঁহাকে 'বিদ্যাম্বুধি' উপাধি দিয়াছিলেন।

মৃত্যু

আনুমানিক ৯২ বৎসর বয়সে, ১৩ আগস্ট ১৯৩২ (২৮ শ্রাবণ ১৩৩৯) তারিখে কৃষ্ণকমল পরলোকগমন করেন।

উপসংহার

আচার্য্য কৃষ্ণকমলের ইহার অধিক পরিচয় আমরা সংগ্রহ করিতে পারি নাই। কিন্তু এই সামান্য পরিচয় এবং তাঁহার রচিত পুস্তক ও গ্রন্থাবলী হইতে এইটুকু অনুভব করিতে পারি যে, যে-কারণেই হউক, তিনি তাঁহার যথার্থ কীর্ত্তি-গৌরবে প্রতিষ্ঠিত হন নাই, সম্ভবতঃ পাদপীঠের সম্মুখে আসিতে তাঁহার নিজেরই সঙ্কোচ ছিল। নতুবা বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দান পরিমাণে অল্প হইলেও, বঙ্কিম-পূর্ব্ব যুগের সেই অল্প পরিমাণ দানই আজ আমাদের বিস্ময়-বিমুগ্ধ করে। তাঁহার 'দুরাকাঙ্ক্ষের বৃথা ভ্রমণ' 'আলালের ঘরের দুলালে'র সমসাময়িক, অথচ রচনাশিল্প হিসাবে 'দুরাকাঙ্ক্ষ' যে 'আলাল' হইতে উচ্চ শ্রেণীর, সাহিত্যবোধসম্পন্ন পাঠকেরা তাহা বুঝিতে পারিবেন। বঙ্কিম যে বিরাট্ কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, কৃষ্ণকমলের মধ্যে তাহারই সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ করা যায়। সিপাহী-বিদ্রোহের পূর্ব্বে এই সম্ভাবনাও অত্যাশ্চর্য্য।

কৃষ্ণকমল সে-যুগে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য উভয়বিধ জ্ঞানে অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। সংস্কৃত ও ইংরেজী সাহিত্যে তাঁহার জ্ঞান ছিল গভীর। ফরাসী ভাষাও তিনি আয়ত্ত করিয়াছিলেন। স্মৃতি ও ব্যবহারশাস্ত্রে তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বিদ্বজ্জন-সমাজে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। অধ্যাপক হিসাবে তিনি ছাত্রসমাজে পূজ্য হইয়াছিলেন। সকল খ্যাতির উপর ছিল তাঁহার চারিত্রিক দৃঢ়তার

স্থান। তিনি যাহা ভাল মনে করিতেন, তাহা হইতে এক তিলও বিচ্যুত হইতেন না। এই দৃঢ়সঙ্কল্প, পরিমিতভাষী, তীক্ষ্ণধী পুরুষ জীবিতকালে সকলের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন। বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্যের নাম চিরস্মরণীয় হইবার দাবী করিতে পারে।

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কোন দিনই গুণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই। ১৩১৮ সালে কৃষ্ণকমলকে "বিশিষ্ট সদস্য" নির্ব্বাচন করিয়া পরিষৎ কর্ত্তব্য পালন করেন। এই পদ গ্রহণে সম্মতি জ্ঞাপন করিয়া বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎকে তিনি যে পত্র লিখিয়াছিলেন, নিম্নে তাহার প্রতিলিপি দেওয়া হইল :—

সাহিত্য পরিষৎ-সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু—

মহাশয়
পরিষদ্ আমাকে বিশিষ্ট
সভ্যপদে বরণ করিয়াছেন
অবগত হইয়া যার পর নাই
সম্মানিত বোধ করিতেছি
এবং কৃতার্থম্মন্য হইতেছি।
দুঃখের বিষয় এই যে
রোগে ও বার্দ্ধক্যে আমার
শরীর এরূপ জীর্ণ শীর্ণ ও
অপটু হইয়াছে যে পরি-
ষদে উপস্থিত হইয়া
তৎসম্পর্কীয় কোন কার্য্যে
লিপ্ত হওয়া কিংবা সাহায্য

কর্ম্ম আমার দ্বারা ঘটিবে না।
আমি কেবল নামমাত্র
সভ্য হইলাম। যাহা হউক
শেষাবস্থায় দেশের মধ্যে
গণ্য কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগের
নিকট এপ্রকার সমুন্নত
সম্মান লাভ করিয়া আমার
অন্তঃকরণে একটা
অপরিসীম তৃপ্তি আসিয়াছে
ইতি সন ১৩১৮ সাল
৫ই আশ্বিন

শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য

রামকমল ভট্টাচার্য্য

১৮৩৪—১৮৬০

রামকমল ভট্টাচার্য্য আচার্য্য কৃষ্ণকমলের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। রামকমলের মৃত্যুর পর, ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষ্ণকমল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার 'বেকন' পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেন; ইহার গোড়ায় "রামকমলের জীবনবৃত্ত" নামে যে অংশটি আছে তাহা কৃষ্ণকমলেরই রচনা। এই জীবনবৃত্ত নিম্নে মুদ্রিত হইল; পাদটীকার মন্তব্যগুলি আমার।—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রামকমলের জীবনবৃত্ত

এই গ্রন্থের অনুবাদের সহিত যাঁহার নামের সংস্রব আছে, সেই রামকমল ভট্টাচার্য্য একজন অসাধারণ লোক ছিলেন। যদিও অকালে কালগ্রাসে পতিত হওয়াতে তাঁহার তেমন কোন মহৎ কীর্ত্তি অনুষ্ঠান করিবার অবসর হয় নাই, তথাপি তাঁহার সহিত যে সকল ব্যক্তির বিশেষ পরিচয় ছিল, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, তাদৃশ ধী-শক্তি-সম্পন্ন গুণবান্ পুরুষ দীর্ঘজীবী না হওয়াতে হতভাগ্য বাঙ্গালা

দেশের বিশেষ অনিষ্ট হইয়াছে। এ নিমিত্ত তদীয় জীবনবৃত্ত পাঠ করিতে লোকের অভিরুচি হইলেও হইতে পারে, ইহা আলোচনা পূর্ব্বক নিম্নলিখিত সন্দর্ভ সঙ্কলিত ও সংযোজিত হইতেছে।

১২৪০ শালের ১৬ই চৈত্র কলিকাতা শহরের সিমুলিয়া পল্লীর অন্তঃপাতী মালিরবাগান নামক স্থানে রামকমলের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম রামজয় তর্কালঙ্কার। ইনি জাতিতে বারেন্দ্র শ্রেণী ব্রাহ্মণ ছিলেন, এবং বরেন্দ্র ভূমির অন্তর্গত ও গৌড় দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজধানী মালদহ নগরের অধিবাসী ছিলেন। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ রাধাকৃষ্ণ বসাকের বিমাতার যত্নাতিশয়ে রামজয়ের পিতা আসিয়া পুত্র সমেত কলিকাতাবাসী হয়েন। ঐ বসাক গোষ্ঠী হইতেই একটি বাসবাটী, এক বিগ্রহ ঠাকুর এবং মাসিক কিঞ্চিৎ বৃত্তির বিধান করা হয়, রামজয়ের পিতা এবং তদীয় পরলোকের পর রামজয় নিজে, উভয়েই সেই বৃত্তি উপলক্ষ করিয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। রামজয় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের ব্যবসায়ী ছিলেন; সংস্কৃত শাস্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তিও ছিল, বিশেষতঃ ভাগবত পুরাণ নামক দুরূহ দুরবগাহ পুরাণ গ্রন্থের রসজ্ঞ বলিয়া তাঁহার কিঞ্চিৎ প্রতিষ্ঠাও ছিল। কিন্তু এতদ্দেশীয় অধ্যাপক-মণ্ডলী মধ্যে তাঁহার নামের সেরূপ প্রভা প্রকাশ হয় নাই। তিনি স্বভাবত নির্ব্বিরোধী ও বিজনবাসপ্রিয় লোক ছিলেন, পাঁচ জনের প্রশংসা লাভার্থ তাঁহার তেমন দুর্দম ঔৎসুক্য ছিল না, এই বলিয়াই হউক; অথবা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহার্থ বিশেষ ভাবনা চিন্তা ছিল না, সুতরাং ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের একমাত্র উপজীব্য ও অদ্বিতীয় কীর্ত্তিমার্গ যে সভাতে বিচার আচার করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার চেষ্টা বা আগ্রহের উদয় হইত না, এ কারণেই হউক; রামজয় একপ্রকার অপ্রকাশ ভাবেই কালযাপন করিয়া গিয়াছেন। তিনি পুত্রের শৈশবদশাতেই এতদ্দেশীয়

রীতি অনুসারে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করান। দ্বাদশবর্ষ বয়ঃক্রমের মধ্যেই উল্লিখিত সুকঠিন ব্যাকরণ সমগ্র, অমরকোষ অভিধান, এবং ভট্টিকাব্য ও শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের কিয়দংশ পাঠ সাঙ্গ হইলে রামকমলের পিতৃবিয়োগ হয়; তৎকালে রামজয়ের এক কন্যা ও রামকমল ব্যতীত আর এক পুত্র বর্ত্তমান থাকে। তন্মধ্যে রামকমল ভগিনী অপেক্ষা বয়সে ছোট এবং সহোদর অপেক্ষা বড় ছিলেন।

এই রূপে অল্পবয়সে অনাথ ও অভিভাবক শূন্য হইয়াও রামকমলের জীবনবর্ত্ম কোন অংশে অন্যথাভূত হইল না। তিনি অবিলম্বে কলিকাতাস্থ সংস্কৃত কালেজের সাহিত্য শ্রেণীতে ভর্ত্তি হইলেন। সেই অবধি এরূপ প্রগাঢ় অভিযোগ, অক্লিষ্ট অধ্যবসায় ও দুর্দ্দম উদ্যম সহকারে সংস্কৃত শাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও ইংরেজীর অন্তঃপাতী বিস্তর বিদ্যার প্রতি মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন যে, তেইশ চব্বিশ বৎসর বয়সের মধ্যে তাবৎ পরিচিত ব্যক্তির হৃদয়ে বিস্ময় ও চমৎকারের উদয় করিয়াছিলেন। তিনি তাবৎ পরীক্ষাতে স্বসমকক্ষ অশেষ সহাধ্যায়ীর উপর প্রাধান্য লাভ করিয়া আসিযাছিলেন এবং কি সাহিত্য, কি অলঙ্কার, কি দর্শন, সকল বিষয়েই অসাধারণ প্রতিপত্তি উপার্জ্জন করিযাছিলেন।* ঐ বিদ্যালয়ের যে যে অধ্যাপকের নিকট তাঁহার অধ্যয়ন হয়, তাঁহাদিগের

* রামকমল কিরূপ কৃতী ছাত্র ছিলেন, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি সিনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা দিয়া সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের মধ্যে শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া মাসিক ২০৲ টাকা বৃত্তি লাভ করেন। তিনি পরীক্ষায় মোট ৩০০ নম্বরের মধ্যে সর্ব্বসাকল্যে ২৬৪ পাইয়াছিলেন। পরীক্ষার ফল :—

সাহিত্য ৪৮; অলঙ্কার ৪৮; দর্শন ৪৬; ইংরেজী সাহিত্য ৪৬; ইংরেজী গণিত ৩২; বাংলা রচনা ৪৪। মোট ২৬৪।—General Report on Public Instruction,...From 30th Sept. 1852, to 27th Jan. 1855.

প্রত্যেকেই তাঁহার নামে গদ্গদ হইতেন এবং অনন্তরাগত ছাত্রবর্গকে তাঁহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়া শাস্ত্রচর্চ্চা বিষয়ক সমুন্নতি করিবার উপদেশ দিতেন। ফলত তাদৃশ অনুপম বুদ্ধিমত্তার সহিত তাদৃশ অবিচলিত অধ্যবসায়ের সহযোগ সংস্কৃত বিদ্যালয়ের ইতিহাস মধ্যে কুত্রাপি দৃষ্ট হইবেক না। তাঁহার বুদ্ধি কোন বিষয়েই কুণ্ঠিত হইত না, তাঁহার শাস্ত্রানুরাগ কোন শাস্ত্রের প্রতিই অরুচি ধারণ করিত না। কি সুললিত কালিদাস, কি সুনিপুণ রসগঙ্গাধরকর্ত্তা জগন্নাথ, কি সুগভীর রঘুনাথ শিরোমণি, তিনি সকলের প্রতিই প্রগাঢ় প্রীতিভাবে পরিপূর্ণ ছিলেন। কোন রূপ রমণীয়তা তাঁহার সহৃদয়তার নিকট অনাদৃত হইত না, কোন রূপ বুদ্ধিচাতুর্য্যই তাঁহার ভাবগ্রাহিতার নিকট হেয় হইত না। তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার এই এক চমৎকার গুণ ছিল যে, যাহা অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, চূড়ান্ত না করিয়া ছাড়িতেন না; পল্লবগ্রাহিতা তাঁহার স্বভাবের নিতান্ত বহির্ভূত ছিল। তিনি যখন অলঙ্কার পড়িতে আরম্ভ করেন, প্রচলিত সাহিত্যদর্পণ ও কাব্যপ্রকাশ মাত্র পাঠে তৃপ্তি লাভ করেন নাই, রসগঙ্গাধর চিত্রমীমাংসা প্রভৃতি আরও অনেক গ্রন্থের আলোচনা করিয়া ঐ শাস্ত্রে এরূপ প্রবীণতা লাভ করিলেন যে, তাঁহার অধ্যাপককেও স্বীকার করিতে হইয়াছিল যে, শিক্ষকের অপেক্ষা ছাত্রের বহুদর্শিতা বলবত্তর। শেষাশেষি যখন তিনি দর্শন পড়িতেন, তখন আর সহাধ্যায়ী কেহ ছিল না: তিনি একাকী অধ্যয়ন করিতেন এবং প্রতি বৎসর পরীক্ষার সময় শুদ্ধ তাঁহারই নিমিত্ত এক এক খানি প্রশ্নের রচনা হইত।

এই রূপে সংস্কৃত শাস্ত্র সমাপনের পর তিনি ঐ বিদ্যালয়েই ইংরেজী চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন। এ বিষয়েও অল্পকাল মধ্যে এরূপ ভূয়সী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন, এরূপ রচনাপারিপাট্য ও ভাবগ্রাহিতা

উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ ও বিখ্যাতকীর্ত্তি তদীয় শিক্ষকেরা পর্য্যন্ত আর্দ্র ও আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।* এই সন্দর্ভের প্রণেতা তাঁহাদের এক জনের মুখে স্বকর্ণে শুনিয়াছেন যে, সময়ে সময়ে রামকমল ইংরেজী রচনা বিষয়ে এরূপ বিশিষ্ট নৈপুণ্যের চিহ্ন প্রদর্শন করিতেন যে, তাঁহার শিক্ষক নিজেও সে স্থলে সেরূপ নৈপুণ্য জুটাইতে পারিতেন কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক ইংরেজী অধ্যয়ন সম্পূর্ণরূপে সাঙ্গ না হইতে হইতেই এক বিষম প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইয়া তাঁহার শাস্ত্রচর্চ্চার অবসান করিল।

তাঁহার চক্ষু স্বভাবত নিস্তেজ ছিল; তাহাতে বহুকাল রাত্রিজাগরণ এবং সংস্কৃত শাস্ত্রবিষয়ক সুগভীর চিন্তা দ্বারা তাঁহার মস্তিষ্কের কিঞ্চিৎ অপকার জন্মিয়া, বোধ হয় তৎসহকারে নেত্রজ্যোতি আরো দুর্ব্বল হইয়া যায়। পরিশেষে সেই রোগ এত দূর প্রবল হইয়া উঠে যে, ইংরেজী ১৮৫৬ শালে তাঁহাকে অধ্যয়নে ভঙ্গ দিয়া বায়ুপরিবর্ত্তের নিমিত্ত

* কলিকাতা গবর্মেণ্ট সংস্কৃত কলেজ হইতে ২৩ জুলাই ১৮৫৭ তারিখে রামকমলকে যে প্রশংসাপত্র দেওয়া হইয়াছিল, তাহাতে প্রকাশ, তিনি ১০ বৎসর সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি ও ন্যায় রীতিমত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার বিশেষ জ্ঞান জন্মিয়াছিল এবং তিনি ৬ বৎসর সিনিয়র বৃত্তিধারী ছাত্র ছিলেন।

গণিতশাস্ত্রে রামকমলের রীতিমত অধিকার ছিল। তিনি প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীকে 'পাটীগণিত' রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। এই 'পাটীগণিত' প্রকাশিত হয় ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে; ইহার বিজ্ঞাপনে রামকমল সম্বন্ধে এই অংশটুকু আছে:—"রচনা সমাপ্ত হইলে সংস্কৃত কালেজের ইউরোপীয় গণিতশাস্ত্রের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ দাস ও সংস্কৃত কালেজের এক্ষণকার সর্ব্বপ্রধান ছাত্র শ্রীযুক্ত রামকমল ভট্টাচার্য্য, ইঁহারা উভয়ে পরিশ্রম স্বীকার করিয়া গ্রন্থখানি ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী হইল কি না বিবেচনা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছেন।"

পশ্চিমাঞ্চলে যাত্রা করিতে হইল। তথায় অল্পকাল থাকিয়া তাঁহার রোগের হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইল, তিনি প্রত্যাগমন পূর্ব্বক বৈদ্যকশাস্ত্রসম্মত চিকিৎসা দ্বারা পুনর্ব্বার যৎকিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্ব্ববৎ অধ্যয়নাদি করিবার সামর্থ্য আর প্রত্যাগমন করে নাই। তিনি বলিতেন যে, তাঁহার বামচক্ষুর পুরোভাগে রক্তবর্ণ রেখাকৃতি ক্ষুদ্র এক প্রতিমূর্ত্তি নিরন্তর বিরাজ করে। ইহাই তদীয় চক্ষুরোগের অসাধারণ ধর্ম্মস্বরূপ ছিল। তদ্ব্যতীত তিনি ইংরেজীতে যাহাকে "হ্রস্ব দৃষ্টি" কহে, সেই রোগের রোগী ছিলেন, অর্থাৎ দূরের বস্তু দেখিতে পাইতেন না, কিঞ্চিদ্দূরে লোক চিনিতে পারিতেন না। ইহার সঙ্গে আবার অজীর্ণ, শিরঃপীড়া, আকস্মিক অবসাদ ও দৌর্ব্বল্যের সহযোগ ছিল এবং মৃত্যুর অবহুকাল পূর্ব্বে অর্শোরোগেরও কিঞ্চিৎ সঞ্চার হইয়াছিল। এই সকল বিবিধ ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হইয়া তাঁহাকে অগত্যা, এবং যার পর নাই অনিচ্ছার সহিত, দুনিবার জ্ঞানলালসাকে স্তম্ভিত রাখিতে হইয়াছিল। কিন্তু সংসার নির্ব্বাহ বিষয়েও কিছু কিছু অপ্রতুল হইয়া উঠাতে তিনি ইং ১৮৫৭ অব্দে কলিকাতা নর্ম্মাল ইস্কুলের প্রধান শিক্ষকতা পদ গ্রহণ করিতে বাধ্য হন।

তিনি তিন বৎসর ঐ পদের কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন। এই অবসরে যদিও নেত্র রোগ বৃদ্ধি শঙ্কাতে তাঁহাকে বড়ই ব্যাকুলিত থাকিতে হইত, দীপালোকে অধ্যয়ন একেবারে রহিত করিয়াছিলেন এবং দিবা ভাগে বিশেষ ঘটা করিয়া পড়িতে তাঁহার সাহস কুলাইত না, তথাপি ইংরেজী ভাষার সাহিত্য ও দর্শন শাস্ত্রের অনুশীলন হইতে বিরত হয়েন নাই। তাঁহার যাহা কিছু রচনা বর্ত্তমান আছে, এই কয় বৎসরের মধ্যেই সে সমস্ত সমাধা করা হয়। তন্মধ্যে তৎপ্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজে আপনার জ্যামিতিকে এক বিশিষ্ট গুণপনার

কাণ্ড বলিয়া জ্ঞান করিতেন, অতএব ইহার কিঞ্চিৎ আনুপূর্ব্বিক বিবরণ লেখা কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে।

যৎকালে তাঁহার নেত্ররোগ দেখা দিয়া শাস্ত্রচর্চ্চায় এক প্রকার জলাঞ্জলি দেওয়া তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য করিয়া তুলে, সেই সময়ে সময়বিনোদনের নিমিত্ত তিনি জ্যামিতি বিষয়ক চিন্তাতে মনঃসংযোগ করিতেন। ইংরেজী জ্যামিতির সহিত পরিচয় হইবার অত্যল্প কাল পরেই তাঁহার মনে এই এক সংস্কারের উদয় হয় যে, ঐ শাস্ত্রের প্রচলিত অনুশীলনপ্রণালী সম্যক্ যুক্তিসিদ্ধ নহে। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত ইউক্লিড্ নামক গ্রন্থকর্ত্তার সংগ্রহগ্রন্থকে জ্যামিতির পাঠ্যপুস্তক স্বরূপ করিয়া রাখাতে বিস্তর বৃথা সময় ব্যয় হয়, অনেক অনাবশ্যক বিষয়ে পণ্ডশ্রম করিতে হয়, আবশ্যক বিষয়ের শিক্ষাপক্ষে অনেক পুরাতন অমনোরম ও জটিল রীতির অনুসরণ দ্বারা নিরর্থ বুদ্ধিকে ক্লেশিত করা হয়, ইত্যাকার এক চিন্তা তাঁহার হৃদয়ে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছিল। পরে অধ্যয়ন হইতে ঐকান্তিক অবসর গ্রহণ করিবার পর সেই চিন্তা ক্রমে বিকাশপ্রাপ্ত ও শাখাপল্লবে বিস্তারিত হইয়া তাঁহাকে জ্যামিতি বিষয়ে এক নূতন সংগ্রহগ্রন্থ প্রণয়ন করিতে প্রবর্ত্তিত করিল। এই গ্রন্থের রচনা বিষয়ে তিনি নিম্ন লিখিত কয়েকটী মূলতত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন; যথা, ত্রিকোণমিতি জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবার পারকতা উৎপাদন ব্যতীত জ্যামিতির অন্য কোন উপযোগিতা নাই, জ্যামিতিকে অন্য কোন উদ্দেশে অনুশীলন করা বৃথা সময়ক্ষয় মাত্র, সেই অনুশীলন দ্বারা যদিও বুদ্ধিবৃত্তির পরিচালনা জনিত কিঞ্চিৎ প্রখরতা জন্মিলেও জন্মিতে পারে, কিন্তু সে প্রখরতা সর্ব্বসংগ্রাহিণী নহে, অর্থাৎ জ্যামিতি ব্যতীত আর কুত্রাপি সে প্রখরতার কাজ দর্শে না, বুদ্ধির ঈদৃশ প্রখরতা সাধনের উদ্দেশে অনন্যকর্ম্মা হইয়া

জ্যামিতি চর্চ্চা করা বা অধিক দিন উহাতে ব্যয় করা যুক্তিযুক্ত নহে, কারণ প্রাচীনকালের অনেক শাস্ত্র বুদ্ধিপরিচালনা বিষয়ে জ্যামিতির মত কিম্বা ততোঽধিক উপযোগী হইলেও, গুরুতর ও আবশ্যকতর বিষয় বিশেষের সহিত সে সকলের সংস্রব নাই বলিয়া, ক্রমে উপেক্ষিত হইয়া আসিয়াছে, যথা প্রাচীন উপনিষদ্ শাস্ত্র, প্রাচীন তর্কশাস্ত্র ও বেদান্ত ইত্যাদি। এই মতের পরতন্ত্র হইয়া রামকমল ইউক্লিড্ প্রণীত ষড়ধ্যায়ীকে গুটিপঞ্চাশেক সূত্র স্বরূপে পরিণত করিলেন এবং ইউক্লিডের প্রণালী ও ইউক্লিডের ব্যবস্থা অনেক অংশে পরিত্যাগ পূর্ব্বক নূতন সজ্জায় জ্যামিতিকে সজ্জিত করিলেন, ইউক্লিডের উপপাদনপদ্ধতিও অনেক স্থলে পরিহৃত হইল এবং তৎপরিবর্ত্তে কোথাও স্বরচিত, কোথাও বা অন্যান্য জ্যামিতি বেত্তার উদ্ভাবিত পদ্ধতি সন্নিবেশিত হইল।

জ্যামিতির রচনা বিষয়ে তাঁহার বিপুল ভাবনা ব্যয় হইয়াছিল, সুতরাং তিনি যে ইহার প্রতি বিশেষ আস্থা পরিগ্রহ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। প্রণয়নের পর দু চারি জন সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকে দেখান হয়, কেহ বা তাঁহার কৃতকার্য্যতা স্বীকার করিয়াছেন, কেহ বা কহিয়াছেন যে, এতদ্দ্বারা বিশেষ কিছু উপকার দর্শিবেক না। কিন্তু রামকমল লোককে যেরূপে জ্যামিতি শিখাইতে উদ্যত হইয়াছিলেন, ইউরোপের দুএক জন অসাধারণ ধীশক্তি সম্পন্ন গণিতশাস্ত্র বিশারদ দর্শনকারের বচনভঙ্গী পর্য্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগেরও তাহা অনুমোদিত বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ সুপ্রসিদ্ধ ফরাশি দর্শনকার অগস্ট্ কঙ্ট্ স্বপ্রণীত "ধ্রুবরাজনীতি" নামক গ্রন্থে যে স্থলে "শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ সংস্কার" বিষয়ে লিখিতে বসিয়াছেন, নিবিষ্টচিত্তে সেই স্থান পাঠ করিয়া দেখিলে বোধ হইবেক যে, রামকমলের জ্যামিতির মত গ্রন্থকে তিনি বিশেষ সমাদর করিলেও করিতে পারিতেন। যাহা হউক, শিক্ষাপদ্ধতির পুনঃ

সংস্কার বিষয়ে কঙ্‌ট্‌ যে সকল অভিমত ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন, সে সকল যথন ইয়োরোপীয় পণ্ডিতমণ্ডলী মধ্যে বিশ্বজনীনরূপে পরিগৃহীত হইতেছে না, তখন তাঁহার দোহাই দিয়া রামকমলের জ্যামিতির পার পাইবার যো নাই। অতএব এই গ্রন্থের গুণাগুণ এখনও অসাব্যস্তই থাকিতেছে।*

বেকনের সন্দর্ভ রামকমলের দ্বিতীয় গ্রন্থ।† নর্ম্যাল স্কুলের ছাত্রবর্গকে লিখাইয়া-দিবার নিমিত্ত তিনি বেকনের কয়েকটী সন্দর্ভ বাছিয়া অনুবাদ করেন। অদ্যাপিও সেই দলভুক্ত ব্যক্তিরাই ইহার প্রধান গ্রাহক। গ্রন্থকার নিজে ইহার বিশেষ গৌরব করিতেন না, তিনি স্বয়ং ইহা মুদ্রিত করিতে চাহিতেন না। সেই অমুদ্রিত অবস্থায়

* রামকমলের মৃত্যুর পর তাঁহার জ্যামিতি-গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুস্তকখানির আখ্যাপত্র এইরূপ :—

Elements of Geometry By Ramkamal Bhattacharya. Published after his death With an English Translation. জ্যামিতি। রামকমল ভট্টাচার্য্য প্রণীত। Calcutta : The Presidency Press. 1862. [পৃ. ১/০ + ৩২ + ২৪ + xx]

রামকমলের 'বেকন অর্থাৎ তদীয় কতিপয় সন্দর্ভ' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। রচনার নিদর্শন-স্বরূপ 'বেকন' হইতে কিঞ্চিৎ উদ্ধৃত করিতেছি :—

অনেকে উচ্চ পদ কামনা করেন কিন্তু উচ্চ পদে অসুখ বিস্তর। উচ্চ-পদারূঢ় ব্যক্তিকে পরের মন রক্ষা ও মানের ভয়ের নিমিত্ত সর্ব্বদাই উদ্বিগ্ন ও খিদ্যমান থাকিতে হয়, শরীর সময় ও কর্ম্ম কোন বিষয়ে স্বাতন্ত্র্য থাকে না, কার্য্যচিন্তা দ্বারা স্বাস্থ্যক্ষয় হয় এবং ইচ্ছানুরূপ কর্ম্মে সময় ক্ষেপ করিবার যো থাকে না। অন্যের উপর প্রভুতার নিমিত্ত আপনার উপর প্রভুতা খোয়ান এক প্রকার মূঢ়ের কর্ম্ম। কোন পদে অধিরোহণ করাও সহজ নহে, তেজস্বী বা নিতান্ত ধাৰ্ম্মিকের কর্ম্ম নয়। পদ-প্রার্থীরা কত কষ্টের পর কষ্ট তরে পড়ে এবং

বাঙ্গালা ভাষার ধুরন্ধর দু এক ব্যক্তির নিকট পরীক্ষিত হইবার পর তাঁহাদিগের এই রায় হইয়াছিল যে, এরূপ নূতন প্রকারের বাঙ্গালা লোকের মনোরম হইবার বিষয় নাই। বাস্তবিকও বাঙ্গালাতে এখন যে দুই প্রকারের রচনা প্রচার আছে, অর্থাৎ আদ্যোপান্ত সংস্কৃত কথা, ক্রিয়াগুলিও অর্দ্ধেক সংস্কৃত, এই এক প্রকার রীতি; আর শুদ্ধ চলিত কথার ব্যবহার করিয়া বাঙ্গালা লেখা কর্ত্তব্য, এরূপ যে এক মত আছে; এই দুই প্রকার রীতির কোন রীতিই বেকনে অনুসৃত হয় নাই। গ্রন্থকার, অতি দুরূহ ও সাড়ম্বর সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ করিবার পরক্ষণেই সহজ সরল ও অতি সাধারণ বাঙ্গালা শব্দ সকল অকুতোভয়ে প্রয়োগ করিয়াছেন, ঘোরঘটা করিয়া শাস্ত্রীয় পদাবলীর ছটা বিস্তারিত করিবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি অতি অর্ব্বাচীন ও প্রাকৃত শব্দবিন্যাস করিতে অণুমাত্র সঙ্কুচিত হয়েন নাই। ইহাই বেকনের সুস্পষ্ট লক্ষ্য অসাধারণ ধর্ম্ম। বাঙ্গালার ভবিষ্যতে এইরূপ রীতি বজায় হইয়া উঠিবেক কি না, এক্ষণে তাহা নিরূপণ করা ভার। তবে যাঁহারা দুই তিন ভাষা আলোচনা পূর্ব্বক

কত অবমানের পর মানের মুখ দেখিতে পায়। উচ্চপদারূঢ় ব্যক্তির একবার মাত্র একটী মহৎ কর্ম্ম করিয়া ক্ষান্ত থাকিলে হয় না, উত্তরোত্তর অবদান পরম্পরা দ্বারা লোককে চমৎকৃত রাখিবার চেষ্টা পাইতে হয়। একটী প্রমাদ বা স্খলিত হইলে তাহাতেই দেশের লোকের চোখ্ পড়ে এবং তাহারা তিল প্রমাণ দোষকে তাল প্রমাণ করিয়া তুলে। উন্নত পদ অনুবীক্ষণ স্বরূপ, উহাতে অণুমাত্র দোষ বা গুণ বড় দেখায়। ঝটিতি পরিত্যাগ করাও সহজ নয়, উচিত বোধ হইলেও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা হয় না এবং ইচ্ছা হইলেও লোভ সম্বরণ করা যায় না। বিশেষতঃ যাহারা লোকের নিকট কিছু দিন মান সম্ভ্রমে কাটাইয়াছে, তাহারা অপ্রকাশ্য রূপে থাকিতে ভালবাসে না। সকলে বড় পদ স্পৃহনীয় এবং বড় লোকদিগকে সুখী মনে করে বটে কিন্তু বাস্তবিক তাহাদিগের সুখের লেশ মাত্র নাই।

ভাষার শ্রীবৃদ্ধি ও শ্রীভ্রংশ সম্পর্কীয় সকল লক্ষণের পরিচয় পাইয়াছেন, তাঁহারা কহেন, যে যদি বাঙ্গালা কখন বলবৎ হইয়া উঠে, যদি ইংরেজীর প্রতাপে ইহাকে অকালমৃত্যু আসিয়া না ধরে, তাহা হইলে সংস্কৃত ভাষার অত চাটুকার এবং আসল বাঙ্গালার প্রতি অত বিমুখ হইলে চলিবেক না। যাহা হউক, বেকনেব রচনা বাঙ্গালা পাঠকদিগের হৃদয়গ্রাহিণী হইয়াছে কি না, তাহা তাঁহারাই জানেন। তবে এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে, মাইকেল মধুর অমিত্রাক্ষর ছন্দের মত বেকনের রচনারও দু এক জন দুর্দান্ত ও বিজাতীয় পক্ষপাতী বিদ্যমান আছেন।

রামকমলের তৃতীয় গ্রন্থ অসমাপ্ত অবস্থায় রহিয়াছে। সুপ্রসিদ্ধ ইংলণ্ডীয় দর্শনকার জন ইস্টুয়র্ট মিল্ প্রণীত ন্যায় দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ দৃষ্টে তিনি বাঙ্গালাতে এক ন্যায়শাস্ত্র রচনায় প্রবৃত্ত হয়েন। ইহাকে তিনি "আন্বীক্ষিকী" নাম দিয়া গিয়াছেন। ইহার কত দূরই বা মিলের গ্রন্থ মূলক, কত দূরই বা তাঁহার নিজ কপোল কল্পিত, তাহা স্থির করিয়া বলা যায় না, কারণ অদ্যাপি এই হস্তলিখিত গ্রন্থের পরীক্ষা বা মুদ্রাকরণে কেহ কৃতসংকল্প হয়েন নাই। কিন্তু এই গ্রন্থখানি অসমাপ্ত থাকাতে যার পর নাই আক্ষেপ ও পরীতাপের বিষয় হইয়া আছে। ইংরেজী ও সংস্কৃত এই দুই প্রকার দর্শনশাস্ত্রে তেমন ব্যুৎপন্ন আর এক জন লোক জন্মগ্রহণ করা ক্রমেই দুর্ঘট হইতেছে। সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্র যেরূপ দুরূহ ব্যাপার, অনন্যমনা হইয়া গুরূপদেশ সহকারে তিন চারি বৎসর কাল উহার প্রতি বিনিযোগ না করিলে প্রকৃতরূপে উহাকে আয়ত্ত করা দুঃসাধ্য। কিন্তু ইংরেজী শিখিবার পর সেই বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে, এরূপ অধ্যবসায় বাঙ্গালির সম্ভবে না, ফলতঃ উহা এক প্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য বলিলেও বলা যায়। যখন ইউরোপের প্রধান প্রধান সংস্কৃতবেত্তারা পর্য্যন্ত সংস্কৃত তর্কশাস্ত্র সম্পর্কীয় গ্রন্থ সমূহের নিকট স্তব্ধ হইয়া যান, তখন অর্থকরী

বিদ্যায় বাইশ তেইশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ক্ষয় করিয়া সেই নীরস সংস্কৃত দর্শন শাস্ত্রে মনোনিবেশ করিতে পারে, ঈদৃশ শাস্ত্রানুরাগী ব্যক্তি অদ্যাপি এতদ্দেশে হয় নাই। তাহার প্রধান কারণ এই যে, ইংরেজীতে সহজ সহজ ভাষায় সকল বিষয় পড়িবার অভ্যাস হইলে কঠিন ভাষা বুঝিবার সামর্থ্য অনেক হ্রাস হয়, সুতরাং যাহা বুঝিতে ক্লেশ বোধ হয়, তাহা অসার অকিঞ্চিৎকর ও বৃথাবাগ্জালময় বলিযা অনাদর জন্মে, এইরূপে ইংরেজী অধ্যেতারা দূর হইতে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রকে দণ্ডবৎ করিতে নিতান্তই বাধ্য হইবেন। রামকমলের পক্ষে সে সংকট দৈববশাৎ অপনীত হইয়াছিল। তিনি অগ্রে সংস্কৃত দর্শনশাস্ত্রের প্রকৃত আস্বাদ গ্রহণ করিয়া, পরে ইংরেজী দর্শনের অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ভাষার লালিত্য বিষয়ে সংস্কৃত ও ইংরেজী দর্শনের যে স্বর্গমর্ত্ত্য প্রভেদ, তদ্দ্বারা তাঁহার পাঠলালসা আরো উত্তেজিতই হইয়াছিল। "ঘটত্বাবচ্ছেদক" "সাধ্যাভাব ব্যাপকীভূত" প্রভৃতি কর্ণকঠোর বর্ব্বর পরিভাষা সমস্ত এক বার যিনি গলাধঃকরণ করিয়াছিলেন, হিউমের সুমধুর পদবিন্যাস ও জন্ ইস্টুয়ার্ট মিলের উদার সরল ও পরিষ্কার রচনার অনুশীলন করিবার সময় তাঁহার এক প্রকার নিরূপম আমোদ বোধ হইয়া থাকিবেক। এ কারণে তিনি অচিরাৎ ইংরেজী দর্শনের এরূপ মর্ম্মগ্রাহী হইযাছিলেন যে, শেষাশেষি অগস্ট্ কওট্ ও মিলের সম্প্রদায়কে গুরুদেবের ন্যায় ভক্তি করিতেন। পূর্ব্বদেশীয় ও পশ্চিমদেশীয় এই উভয়বিধ দর্শন শাস্ত্র আর কখন এরূপ পরিপাটী রূপে একাধারে বর্ত্তে নাই, অতএব তাদৃশ লোকের চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া দর্শনশাস্ত্র যে কিরূপ মূর্ত্তি ধারণ করে, লোকের এ কৌতুহল এখন কিছুকালের নিমিত্ত স্তম্ভিত রাখিতে হইল। সেই অমূল্য চমৎকার সুযোগ রামকমলের চিতার উপরেই ভস্মসাৎ হইয়া গিয়াছে।

উল্লিখিত কয়েক গ্রন্থ ভিন্ন আর যাহা কিছু তিনি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাদৃশ নির্দ্দেশযোগ্য নহে। "জীববৃত্ত" বলিয়া অসমাপ্ত কতিপয় পৃষ্ঠা পুস্তক, "শিক্ষাপদ্ধতি" নামক একখানি ক্ষুদ্র সন্দর্ভ আর ইংলণ্ডের ইতিহাসের* কিয়দংশ এই কয় নাম করিলেই তৎপ্রণীত সকল গ্রন্থের উল্লেখ সাঙ্গ হয়। শেষোক্ত দুইখানি খণ্ডগ্রন্থ অদ্যাপি হস্তলিখিত অবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে।

তিন বৎসর কাল এই সকল ব্যাপারের সমাধানে ব্যস্ত থাকিয়া, ইং ১৮৬০ শালের ১১ই জুন তারিখে রামকমল অকস্মাৎ আত্মহত্যা দ্বারা মানবলীলা সংবরণ করেন।† এই অসম্ভাবিত ব্যাপারের কারণ কি, তদ্বিষয়ে তাঁহার আত্মীয়বর্গ কেহই কোন হেতু নির্দ্দেশ করিতে পারেন না। তবে তাঁহার সঙ্গে অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্বদ্ধ দু এক ব্যক্তির প্রমুখাৎ শুনিযা বোধ হয় যে, শরীরের রুগ্নাবস্থাই ইহার আদিকারণ। তিনি এক জন অত্যন্ত তেজীয়ান্ ও মনস্বী পুরুষ ছিলেন। নর্ম্মাল ইস্কুলে যে কাজ করিতেন, তাহার আয় অতি সামান্য ছিল। বিশেষত তাদৃশ বিদ্যাবান্ ব্যক্তির পক্ষে কেবল বাঙ্গালা পডাইয়া দিনপাত করা

* 'ইংলণ্ডের ইতিহাস' ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণকমল পরবর্ত্তী কালে স্মৃতিকথায় (পৃ. ২০২) ভ্রমক্রমে বলিয়াছেন যে, তিনি নিজে "একখানি ক্ষুদ্র ইংলণ্ডের ইতিহাস" রচনা করেন।

† তারিখটি ১১ই জুন না হইয়া ১১ই জুলাই হইবে। ১৬ জুলাই ১৮৬০ (সোমবার) তারিখে 'সোমপ্রকাশ' রামকমলের মৃত্যু-প্রসঙ্গে লেখেন :—

> "আমরা অতিশয় শোকার্ত্ত হইয়া লিখিতেছি, কলিকাতা নর্ম্মাল স্কুলের তত্ত্বাবধায়ক রামকমল ভট্টাচার্য্য গত বুধবারে [১১ জুলাই] উদ্বন্ধনে দেহত্যাগ করিয়াছেন।"

এক প্রকার শয্যাকণ্টকের স্বরূপ হইয়াছিল। তিনি আপনার পদকে ঘোরতর ঘৃণা করিতেন, উপরিতন কর্ত্তৃপক্ষেরা ঐ পদের সম্পর্কে যে সমস্ত ব্যবস্থা করিতে যাইতেন, সে সকলের প্রতি তাঁহার যার পর নাই হেয়জ্ঞানের উদয় হইত। সেই সকল তুচ্ছ আইন জারী করিয়া কালক্ষয় করা তাঁহার মহাপাতকের মত জ্ঞান হইত। এ কারণ কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁহার তাদৃশ বনিবনাও হয় নাই। কর্ত্তৃপক্ষের সহিত যেরূপ গতিক দাঁড়ায়, তাহাতে ঐ পদ পরিত্যাগ করাই তাঁহার পক্ষে একমাত্র পরামর্শ ছিল। কিন্তু শরীর যেরূপ জীর্ণ শীর্ণ, তাহাতে পদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক প্রকারান্তরে জীবিকা উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা তাঁহার পক্ষে সুদূরপরাহত। এই সকল ক্লেশকর চিন্তাজালে ব্যাকুলীভূত হইয়াই বোধ হয় তাঁহার বুদ্ধির বিকার ও আত্মহত্যাপথের পথিক হইবার অভিলাষ সঞ্চার হয়। তিনি একবার সেই চেষ্টা করিয়া বিফলপ্রয়াস হয়েন, সেই অবধি তাঁহার পরিবারের সকলে তাঁহাকে চোকে চোকে রাখিয়াছিল। কিন্তু এই দুর্বুদ্ধি একবার সঞ্চার হইলে তদাক্রান্ত ব্যক্তি স্বয়ং যদি প্রকৃতিস্থ হন, তাহা হইলেই আত্মহত্যা ব্যবসায় হইতে তাঁহাকে নিবৃত্ত রাখা যায়, নচেৎ তাঁহার নিজের মনে সেই সংকল্প নিরন্তর জাগরূক হইয়া থাকিলে, সাধ্য কি যে, কেহ চৌকি দিয়া থামাইতে পারে। সুতরাং প্রথম চেষ্টার এক মাস পরেই রামকমল পুনর্ব্বার চেষ্টা করিয়া আপনার দুরন্ত অভিপ্রায় সিদ্ধ করিলেন। সন্ততির মধ্যে, তিনি দুই কন্যা সন্তান রাখিয়া যান, তন্মধ্যে কনিষ্ঠা কন্যাটি তাঁহার মৃত্যুর তিন চারি মাস পরে ভূমিষ্ঠ হয়।

রামকমল দেখিতে দীর্ঘাকৃতি, হৃষ্টপুষ্ট, গৌরবর্ণ, সুশ্রী ও গম্ভীরমূর্ত্তি ছিলেন। তাঁহার ললাটদেশে তদীয় বিপুল বুদ্ধিমত্তার সুস্পষ্ট লক্ষণ প্রকাশ পাইত। তাঁহার মুখের ভঙ্গী অবলোকন করিলে জ্ঞান হইত যে তিনি অত্যন্ত চিন্তা করিয়া থাকেন। অপরিচিত ব্যক্তিরা হঠাৎ দেখিলে

তাঁহাকে বিষণ্ণ স্বভাব ও নিরানন্দ বোধ করিতেন। কিন্তু তাঁহার সহিত সুললিত সৌহার্দ্দ সূত্রে যাঁহারা কখন বদ্ধ হইয়াছিলেন, তাঁহার সহিত বিশ্রম্ভালাপ করিবার অতুল আনন্দ যাঁহারা সম্ভোগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগের অদ্যাপি স্মরণ থাকিবেক যে, তিনি কিরূপ প্রসন্ন প্রফুল্ল পরিহাসরসিক ও অট্টহাসশীল লোক ছিলেন। তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত সুকুমার ছিল, তিনি আপন পরিবারের সকলের প্রতি এক প্রকার অতি মৃদু স্নেহ বাৎসল্যরসে নিরন্তর আর্দ্র হইয়া থাকিতেন। সে অংশে কোন কিছু ক্ষোভের বিষয় উপস্থিত হইলে বড় অধীর ও কাতর হইয়া পড়িতেন। তাঁহার হৃদয়ের এই সুকুমারতাগুণ সর্ব্বাংশে প্রশংসনীয় বলিয়া বোধ হয় না। সংসারে তিষ্ঠিতে গেলে সময়ে সময়ে যেরূপ অকুতোভয় অপ্রকম্প্য ও অবিচলিত মূর্ত্তি ধারণ করিতে হয়, পরের কথায় যেরূপ তুচ্ছজ্ঞান, দৈবের দৌরাত্ম্যে যেরূপ তাচ্ছল্য করিয়া চলিতে হয়, তাঁহার স্বভাবের মধ্যে তদুপযোগী ধৈর্য্যগুণ ছিল না। তিনি অল্পেই ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন, কি মানসিক কি শারীরিক কোনরূপ যন্ত্রণা স্থিরচিত্তে সহ্য করিতে পারিতেন না, সহজেই কাতরতা প্রদর্শন করিতেন, নিতান্ত নির্ব্বিরোধী লোকের মত থাকিতে ভাল বাসিতেন, লোকে কি ভাবিবে এ বিষয়ে বড় অধিক চিন্তা করিতেন এবং রোগের যন্ত্রণাকে বিজাতীয় ভয় করিতেন। তদীয় স্বভাবনিষ্ঠ এই সকল ধর্ম্মই পরিণামে তাঁহার নিদারুণ মৃত্যু ঘটাইয়াছে। তিনি সংসারের প্রবাহে আত্মসমর্পণ করিতে সাহসী না হইয়া ভবিষ্যতের এরূপ ভয়াবহ ঘোরতর প্রতিমূর্ত্তি আপন চিত্তপটে অঙ্কিত করিলেন যে, উহার নিকট নিষ্কৃতি পাইবার নিমিত্ত সংসারধাম পরিত্যাগ পর্য্যন্ত শ্রেয়ঃকল্প বলিয়া বোধ হইল।

এস্থলে তাঁহার পারমার্থিক বিশ্বাসের কথাও কিছু উল্লেখ করা আবশ্যক। সে বিষয়ে তিনি ঘোরতর নাস্তিক ছিলেন, ঈশ্বর বা পরকাল

কিছুই মানিতেন না, শুদ্ধ এরূপ নহে, কিন্তু যাহারা মানে, নির্ব্বোধ অর্ব্বাচীন ও বালিশ বলিয়া তাহাদিগকে অকাতরে অবজ্ঞা করিতেন। ন্যায়শাস্ত্রে যাহাকে অত্যন্তাভাব কহে, তিনি ঈশ্বর ও পরলোক বিষয়ে সেই সিদ্ধান্ত অভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। শেষাশেষি তাঁহার আগস্‌ট্‌ কঙ্‌ট্‌ কর্ত্তৃক উপদিষ্ট ধর্ম্ম-প্রণালীর প্রতি আস্থা জন্মিয়াছিল এবং সময়ে সময়ে কহিতেন "যদি মানব জাতির কিছু শুভাশংসা থাকে, তাহা হইলে কঙ্‌টের উপদেশ হইতেই সেই আশা কদাচিৎ ফলবতী হইবেক।"

তাঁহার অনৈসর্গিক মৃত্যু নিবন্ধন রাজনিয়মানুসারে যখন শবচ্ছেদ করিয়া দেখা হয়, তখন এই জনরব উঠিয়াছিল যে, ছেদকর্ত্তারা তাঁহার মস্তিষ্কের অত্যাশ্চর্য্য সম্পূর্ণতা অবলোকনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া ধন্য ধন্য করিয়াছিলেন। তাঁহারা নাকি কহিয়াছিলেন যে, এরূপ সর্ব্বাঙ্গসম্পূর্ণ সুসজ্জিত চতুরস্র মস্তিষ্ক এদেশের অতি অল্প লোকেরি দৃষ্ট হয়। এ কথার তথ্যাতথ্য বিষয়ে এই সন্দর্ভের প্রণয়নকর্ত্তা কোনরূপ সাক্ষ্য দিতে পারক নহেন।

সাহিত্য-সাধক-চরিতমালা

প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ মাত্র, কেবল * চিহ্নিত পুস্তকগুলি ॥০

১। কালীপ্রসন্ন সিংহ (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, রামকমল ভট্টাচার্য্য	ঐ	ঐ
৩। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার	ঐ	ঐ
৪। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	ঐ
৫। রামনারায়ণ তর্করত্ন	ঐ	ঐ
৬। রামরাম বসু	ঐ	ঐ
৭। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য	ঐ	ঐ
৮। গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশ	ঐ	ঐ
৯। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ, হরিহরানন্দনাথ তীর্থস্বামী	ঐ	ঐ
১০। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত	ঐ	ঐ
১১। তারাশঙ্কর তর্করত্ন, দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ	ঐ	ঐ
১২। অক্ষয়কুমার দত্ত	ঐ	ঐ
১৩। জয়গোপাল তর্কালঙ্কার, মদনমোহন তর্কালঙ্কার	ঐ	ঐ
১৪। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিত	ঐ	ঐ
১৫। উইলিয়ম কেরী	ঐ	শ্রীসজনীকান্ত দাস
*১৬। রামমোহন রায়	ঐ	শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
১৭। গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার, রাধামোহন সেন, ব্রজমোহন মজুমদার, নীলরত্ন হালদার (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)		ঐ
*১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		ঐ
১৯। প্যারীচাঁদ মিত্র (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)		ঐ
২০। রাধাকান্ত দেব		শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল
২১। দীনবন্ধু মিত্র (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ)		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*২২। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়		শ্রীসজনীকান্ত দাস ও শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
*২৩। মধুসূদন দত্ত		শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়
২৪। হরিশ্চন্দ্র মিত্র, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার		ঐ